সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির মুখপত্র ● ১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা ● এপ্রিল-মে ২০১৪ ● পাঁচ টাকা

গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার ঢাকা-তিস্তা ব্যারেজ রোডমার্চ

ভারতের নদী-আগ্রাসন ও শাসকদের নতজানু নীতির বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তুলুন

● সাম্যবাদ প্রতিবেদক ●

পুনর্ভবা, আত্রাই ও করতোয়া – এই তিন নদীর মিলিত স্রোতধারার নাম তিস্তা। এক সময়ের প্রমত্ত এই নদী এখন মৃতপ্রায়, বুকে তার ধু ধু বালুর চর, পানির চিহ্নমাত্র নেই। পাড়ের কৃষকরা হাহাকার করছে। গাছপালা, মাটি এগুলো যদি শব্দ করতে পারত, তাহলে তাদের হাহাকারও শোনা যেত। কেমন করে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হল? এর পেছনে আছে একদিকে তিস্তার পানির ওপর ভারতীয় শাসকদের আগ্রাসন, অন্যদিকে আমাদের শাসকদের নতজানু নীতি। গজলডোবা নামক স্থানে বাধ দিয়ে ভারত তিস্তার বুক থেকে সমস্ত পানি একতরফাভাবে প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। তারও উজানে তৈরি করেছে আরও কয়েকটি বাধ। আর এর ফলেই তিস্তার বুকে আজ পানি নেই। উত্তরবঙ্গের হাজার হাজার কৃষকের হাহাকার, নদীনির্ভর পরিবেশ এবং কৃষির মরণদশা দেখেও আমাদের সরকার নির্বিকার। এমন পরিস্থিতিতেই বাসদ ও গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার উদ্যোগে তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ের দাবিতে চলছে আন্দোলন। এর অংশ হিসাবেই গত ৮ এপ্রিল থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হল তিন দিনের ঢাকা-তিস্তা ব্যারেজ রোডমার্চ। তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে দেশপ্রেমিক বাম-গণতান্ত্রিক জনগণের অংশগ্রহণে গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান ঘোষিত হল তিস্তা রোডমার্চে। এ লক্ষ্যে ১৬ এপ্রিল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘেরাও এবং আগামী ২৩ মে ঢাকায় জাতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়া হয় তিস্তা ব্যারেজ সংলগ্ন লালমনিরহাটের হাতিবান্ধা উপজেলার দোয়ানীবাজারে অনুষ্ঠিত রোডমার্চের সমাপনী সমাবেশে।

১০ এপ্রিল বিকেলে দোয়ানী বাজারের সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হয় গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার ঢাকা-তিস্তা ব্যারেজ রোডমার্চ। সম্প্রতি তিস্তার পানির প্রবাহ স্মরণকালের সর্বনিম্ন সীমায় নেমে আসে। পানির অভাবে তিস্তা সেচপ্রকল্পের অধীন হাজার হাজার কৃষক ও তাদের জমি বিপন্ন হয়ে পড়ে। পানির দাবিতে কৃষকরা বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গত ৩০ মার্চ বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর উদ্যোগে রংপুর থেকে তিস্তা ব্যারেজ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত রোডমার্চ ঐ অঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। বাসদের ওই রোডমার্চের পরিপ্রেক্ষিতে তিস্তার পানির ইস্যুটি জাতীয়ভাবে আলোচনায় গুরুত্ব পায় এবং গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা এ দাবিতে ঢাকা-তিস্তা ব্যারেজ রোডমার্চের ঘোষণা দেয়।

৮ এপ্রিল ঢাকার রাজপথে তিস্তা রোডমার্চের মিছিল

গত ৮ এপ্রিল সকালে ঢাকা থেকে যাত্রা করে গাজীপুর, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, গাইবান্ধা, রংপুর, নীলফামারী হয়ে লালমনিরহাটের তিস্তা ব্যারেজ সংলগ্ন দোয়ানী বাজারে এসে রোডমার্চ শেষ হয়। পথে পথে অসংখ্য পথসভা, প্রচারপত্র বিলি, গণসংযোগের পাশাপাশি বগুড়ার সাতমাথায় ও রংপুরের পায়রাচত্বরে দুটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রোডমার্চের শেষ দিন ১০ এপ্রিল সকালে রংপুর থেকে যাত্রা করে রংপুরের সিও বাজার, হাজিরহাট, পাগলাপীর, গঙ্গিপুর, চন্দনেরহাট, নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলার আবিলের বাজার, বড়ভিটা, বিন্নাকুড়ি, বড়ঘাট ও জলঢাকা উপজেলা শহরে পথসভা করে বিকাল পৌনে ৫টায় তিস্তা ব্যারেজ সংলগ্ন দোয়ানী বাজারে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে সমাপনী সমাবেশে পানির ন্যায্য হিস্যার দাবিতে গণআন্দোলন গড়ে তোলার শপথ গ্রহণ ও পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণার মধ্য দিয়ে রোডমার্চ সমাপ্ত হয়। *(পঞ্চম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

বিশ্ববিদ্যালয় করার নামে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালকে বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠেছে আন্দোলন

সাধারণ মানুষের চিকিৎসার অধিকার রক্ষার দাবিতে চট্টগ্রামে আন্দোলনে নেমেছে জনস্বাস্থ্য অধিকার রক্ষা কমিটি

● সাম্যবাদ প্রতিবেদক ●

সম্প্রতি দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সরকারি হাসপাতাল চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করলে তা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। ফলে এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় দায়-দায়িত্ব হ্রাস পাবে। চট্টগ্রাম বিভাগের ফেনী, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় ৫ কোটি মানুষ এ অঞ্চলের একমাত্র সরকারি হাসপাতালটির উপর নির্ভরশীল। সরকারি হাসপাতাল হওয়ার কারণে এ অঞ্চলের গরিব-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত জনসাধারণের অল্প খরচে চিকিৎসা পাওয়ার একমাত্র ভরসাস্থল এ হাসপাতালটি। কিন্তু যে পরিমাণ দরিদ্র মানুষ এ হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল, সে তুলনায় এ হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা দেয়ার ক্ষমতা সীমিত। বর্তমানে মেডিকেলে ১৩১৩টি শয্যা রয়েছে কিন্তু এখানে প্রতিদিন ২২০০-২৫০০ রোগী চিকিৎসা সেবা নিতে আসে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায় যে, প্রয়োজনের তুলনায় হাসপাতালের আয়োজন অপ্রতুল। *(সপ্তম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

কী বার্তা দিয়ে গেল উপজেলা নির্বাচন?

● সাম্যবাদ প্রতিবেদন ●

অবশেষে সমাপ্ত হল উপজেলা নির্বাচন পর্ব। পাঁচটি পর্বে প্রায় মাসব্যাপী চলা এই নির্বাচনে ভোট কারচুপি, কেন্দ্র দখল, নৈশ ভোট অর্থাৎ রাতেই ব্যালট পেপারে সিল মেরে বাক্সে ঢুকিয়ে দেয়াসহ যতরকম অর্থ, অস্ত্র ও পেশীশক্তির মহড়া দেয়া যায় তার সর্বোচ্চ ঘটেছে। পত্র-পত্রিকায় বলা হচ্ছে, স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার পতনের পর এত ব্যাপক মাত্রায় রিগিং আর কোনো নির্বাচনে হয়নি। পাঁচটি পর্বে বিভক্ত এ নির্বাচনের প্রথম পর্ব খানিকটা শান্তিপূর্ণ হলেও ক্রমেই সংঘাত, সহিংসতা, রিগিং বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্বে তা ভয়াবহ রূপ নেয়। সরকারি ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলাবাহিনী ও দলীয় সন্ত্রাসীদের একসাথে একটি বাহিনীর মতো কাজে লাগিয়ে নির্বাচনের *(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

ভারতের লোকসভা নির্বাচন

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মহিমা অপার!

● সাম্যবাদ প্রতিবেদন ●

গণতন্ত্র – বর্তমান বিশ্বের এক সুমহান বচন, এক মহিমান্বিত জপমালা, অতি পবিত্র স্লোগান। উন্নত ইউরোপ-আমেরিকা থেকে শুরু করে দরিদ্রতম আফ্রিকা – সর্বত্রই গণতন্ত্রের জয় জয়কার। কোটি কোটি মানুষ না খেয়ে আছে, পেটে ভাত নেই – তাতে কি? গণতন্ত্র আছে। কোটি কোটি মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই, বাসস্থান নেই, রোগে-শোকে মরে গেলেও চিকিৎসা নেই, শিক্ষা নেই – তাতে কি? গণতন্ত্র তো আছে। মানুষের জীবনে চূড়ান্ত অপমান-অসম্মান-লাঞ্ছনা, সম্পদের বৈষম্য, অভাব-দারিদ্র্য – কুছ পরোয়া নেই, গণতন্ত্র তো আছে। পৃথিবীর অর্ধেক জনগোষ্ঠী, সাড়ে তিনশ কোটি মানুষের যা সম্পদ, তার সমপরিমাণ সম্পদ ৮৫ জন ধনকুবেরের হাতে জমা হয়েছে। হোক না। মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে, ভোট দেয়ার স্বাধীনতা আছে। আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশি তাকে দেব। অবশ্য মানুষ ভোট দিতে না পারলেও গণতন্ত্র থাকে, যেমন আছে বাংলাদেশে। গণতন্ত্রকে ঘায়েল করা অত সহজ নয়! আর সর্বোপরি, দুনিয়ায় কখন কার কতটুকু গণতন্ত্র দরকার সেটা দেখভাল করার জন্য গণতন্ত্রের মোড়লেরা সারাক্ষণ ওঁৎ পেতে বসে আছেন। প্রয়োজন মনে হলেই বোমারু বিমান, মিসাইল, বন্দুক-কামান-ট্যাংক, গোলা-বারুদ সব নিয়ে হাজির হয়ে যান। তাদের এই গণতন্ত্র কায়েমের বিষম ঘায়ে ইরাকে মানুষ মরছে, লিবিয়াতে মরছে, আফগানিস্তানে *(ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

কী বার্তা দিয়ে গেল উপজেলা নির্বাচন?

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ফলাফল নিজেদের করায়ত্তে নিয়ে এসেছে। তৃপ্ত আওয়ামী লীগ নেতা, এবারে উপজেলা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান ওবায়দুল কাদের বলেছেন, নির্বাচন সুষ্ঠ হয়েছে।

অথচ ২৯টি পর্যবেক্ষণ সংস্থার সংগঠন Election working group-এর মতামত, "উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে প্রশাসনের ভূমিকা ছিল জাতির জন্য লজ্জার। প্রশাসন এই ব্যবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে না পারলে জাতি দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতির সম্মুখিন হবে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনীর সদস্যরাও চূড়ান্ত অপেশাদারির পরিচয় দিয়েছেন।" এ খবরগুলো দৈনিক পত্রিকার পাতায় বহুবার এসেছে। এসেছে ভোট ডাকাতি, জাল ভোট মারা, বিরোধী পক্ষের ওপর সশস্ত্র হামলা ইত্যাদি ঘটনার বহু সচিত্র প্রতিবেদন। এসব দেখে জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন কোনো মানুষের পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে।

এই কারচুপি কিংবা সহিংসতা না হলেই কি নির্বাচন সুষ্ঠু হত? বিগত যে সকল নির্বাচন ঠিকভাবে হয়েছে বলে আমরা সবাই মনে করি সেগুলোতে কি জনগণের মতামতের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছিল? কোনো একটা নির্বাচনে ভোট দেবার পর কি ব্যাপক জনগণের ভাগ্য সামান্যতম পরিবর্তিত হয়েছে?

বুর্জোয়া ব্যবস্থায় ভোট মানেই মানি, মিডিয়া আর মাসল পাওয়ারের খেলা। জাতীয় নির্বাচনে বড় বড় পুঁজিপতিরা ঠিক করেন এবার কে যাবে। সে অনুযায়ী প্রচার হয়। সারাদেশে মাতম তৈরি করা হয়। বড় দুই দল এবং তাদের সহযোগীরা ছাড়া যে দেশে আর কেউ আছে তা তাদের ভুলিয়ে দেয়া হয়। একদিকে টিভি-মিডিয়ায় অবিশ্রান্ত প্রচার, অন্যদিকে মাঠ পর্যায়ে চলে টাকার খেলা, শক্তির খেলা। স্থানীয় নির্বাচনগুলোও তাই। বড় দলগুলোর প্রভাবশালী ব্যক্তি কিংবা তাদের মনোনীতরা হন এ নির্বাচনের প্রধান কুশীলব। তারা হন সমস্ত নির্বাচনী ডামাডোলের কেন্দ্র। যথারীতি চলে টাকা, পেশীশক্তি কিংবা সামাজিক প্রভাব বিস্তারের খেলা। ফলে এ বুর্জোয়া ব্যবস্থায় অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচন বলে কিছু নেই। সমস্ত রকমের প্রভাব খাটিয়ে জনগণকে তাদের পক্ষে ভোট দিতে বাধ্য করার আনুষ্ঠানিকতাটুকু নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে পারলেই তারা বলেন যে নির্বাচন সুষ্ঠ হয়েছে, শান্তিপূর্ণ হয়েছে। নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হলেই ন্যায়সঙ্গত হয় না। কিন্তু এখন আর এতটুকুও বজায় রাখা বুর্জোয়া ব্যবস্থায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তারই প্রতিফলন দেখা গেল এই উপজেলা নির্বাচনে।

এইবারের উপজেলা নির্বাচনের দিকে একবার তাকানো যাক। আওয়ামী লীগ এবার আর কোনো আব্রু রাখেনি। বেপরোয়া রিগিং হয়েছে। বহু জায়গায় চেয়ারম্যান প্রার্থী কেন্দ্রের অবস্থা দেখে প্রার্থীতা প্রত্যাহার করেছেন। কিন্তু সরকার নির্বিকার। এই ফ্যাসিস্ট সরকার আগামীতে যে-কোনো কিছুই গায়ের জোরে করতে তিল পরিমাণ দ্বিধা করবেনা, তারই মহড়া হয়ে গেল এই উপজেলা নির্বাচনে।

তাহলে আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি কেন? এ নির্বাচন বুর্জোয়াদের লোকদেখানো মতামত নেয়া। প্রকৃত জনমত এর মাধ্যমে উঠে আসেনা, আসবেওনা। কমরেড লেনিন বলেছিলেন, এটা জনপ্রতিনিধি ঠিক করা নয়, ৫ বছর পরপর জনগণের উপর বুর্জোয়াদের কোনো অংশ শোষণ করবে তাই ঠিক করা। আর এটি ঠিক করে বুর্জোয়ারাই। জনগণকে দিয়ে তা পাশ করিয়ে নেয়। এটি স্বাভাবিকভাবে তারা যদি করতে পারে তবে ভাল, তা না হলে ভোটারবিহীন নির্বাচন করতেও তাদের বাধেনা। যেমন হয়েছে এবারের ৫ জানুয়ারির জাতীয় নির্বাচনে। এ বুর্জোয়া ব্যবস্থার মধ্যে যতবার নির্বাচন হবে ততবারই বিভিন্ন রূপে এই একই কাণ্ড ঘটবে, এর ব্যত্যয় হবেনা। এর কারণ পার্লামেন্টারি রাজনীতির ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা। তার উৎপত্তি ও বিকাশের আলোচনা করলে দেখা যাবে এই পরিণতি তার অবশ্যম্ভাবী। এর বাইরে বুর্জোয়া গণতন্ত্র যেতে পারেনা। প্রশ্ন ওঠে, এসব জেনেও আমরা, বিপ্লবী কমিউনিস্টরা কেন এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি?

এই নির্বাচন দিয়ে কিছু হবেনা, সেটা আমরা যেভাবে বুঝি, মানুষ সেভাবে বোঝেনা। কারণ আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে বুর্জোয়ারা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাদের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়েছে। তারা যেভাবে দেশ চালাতে চায় সেভাবে তারা দেশের সংবিধান, আইন-কানুন গড়ে তুলেছে। রাষ্ট্রের নিয়ম-নীতি ও রাষ্ট্রকাঠামো তৈরি করেছে। জনগণ বুঝুক আর নাই বুঝুক তা অনুসরণ করেছে। মেনে এসেছে। রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা পরিবর্তনের জন্য ৫ বছর পরপর নির্বাচনের ব্যবস্থা জনগণ গ্রহণ করেছে। যদি কমিউনিস্টরা স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব করত তবে এই বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি ফর্মের প্রশ্নই আসতনা। তখন সর্বহারা গণতন্ত্র চালু হত যা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে, রাশিয়ায়। আমাদের দেশে তাই বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা ঐতিহাসিকভাবেই আমাদের উপর আরোপিত হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না জনগণের আন্দোলন সংগঠিত করতে করতে তাদেরকে বুর্জোয়া রাজনীতি ও নির্বাচনের ফাঁকিটা কি তা ধরানো যাচ্ছে, তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে বিপ্লবের মাধ্যমে এ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা উৎখাত করা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের নির্বাচনে থাকতে হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও আমাদের তুলে ধরতে হবে যে, এ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বহাল রেখে শুধুমাত্র নির্বাচন করে, সরকার বদলে জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন হবেনা। ভাগ্যের পরিববর্তন ঘটাতে গেলে বদলাতে হবে এ পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকেই। কিন্তু এটা যতক্ষণ না জনগণ বুঝতে পারছে, ততক্ষণ নির্বাচন নিয়ে তার মোহ কাটবেনা। প্রতিবার ব্যাপক সংখ্যায় সে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। আর এসময় জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এ ব্যবস্থার অসারতা প্রমাণ করা যাবেনা। এ ব্যবস্থার মধ্যে জনগণের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন-সংগ্রামের পাশাপাশি নির্বাচনকেও জনগণের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার, তাদের সাথে যুক্তি করার একটা পথ হিসেবে নিতে হবে। এভাবে চলতে গিয়ে কোনো জায়গায় দীর্ঘদিন গণআন্দোলনে থাকা ও জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করতে করতে দলের বিপুল গ্রহণযোগ্যতার কারণে সেখানে নির্বাচনে যদি আমাদের দল জয়লাভ করেও তবে সেই জনপ্রতিনিধি জনগণকে কিছুটা রিলিফ দিতে পারে, তাদের জন্য মূর্ত কিছু জনসেবামূলক কর্মকাণ্ড করতে পারে। যেটা পারবেনা সেটা আদায়ের জন্য জনগণকে সাথে নিয়ে লড়তে পারে এবং লড়তে লড়তে প্রয়োজন হলে ঐ পদ পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারে। জনপ্রতিনিধি হয়ে, সকল হিসাব-নিকাশ জনগণের কাছে পরিষ্কার রেখে, তাদের নিয়েই উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারে। সাথে সাথে এ ব্যবস্থার অসারতাও প্রমাণ করতে পারে। নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয়টিকে আমরা এভাবেই দেখি, সারা দুনিয়ার বিপ্লবী কমিউনিস্টরা এভাবেই দেখে।

আবার আসি উপজেলা নির্বাচনে। এই আওয়ামী লীগ কথায় কথায় মুক্তিযুদ্ধের কথা বলে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা বলে। অথচ উপজেলা নির্বাচনে বিভিন্ন জায়গায় জামায়াতের সাথে গোপন সমঝোতা হয়েছে তাদের ব্যাপক মাত্রায়। সারাদেশে যেখানে যে মাত্রায় সমঝোতা সম্ভব সেখানে তারা তাই করেছে। জনগণের কাছে এসব এখন স্পষ্ট। লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলায় তাহের-পুত্রের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে জামায়াত সেখানে প্রার্থী দেয়নি। ভাইস চেয়ারম্যান পদে দিয়েছে। সেখানে বিএনপি নেতারা তাহেরের প্রতাপে ঘর ছাড়া হলেও জামায়াত নিশ্চিন্তে নির্বাচন করেছে, প্রার্থীকে নিয়ে ঘরে ঘরে গিয়েছে। প্রশ্ন ওঠে, এই জামায়াতকে নিরাপত্তা দিচ্ছে কারা? যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনের পর তো জামায়াত জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তাদেরকে আবার রাজনীতিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব নিয়েছে কে? বিএনপি'র সাথে তো তার জোটই আছে, তাদের কথা বাদ। স্থানে স্থানে জেতার জন্য, সুবিধার জন্য আওয়ামী লীগ তাদের সাথে যেভাবে গলা মিলিয়েছে, আজ সেই শক্তির বলে জামায়াত দল হিসেবে সবচেয়ে বেশি ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছে। এই এককভাবে ক্রেডিট আওয়ামী লীগের।

৫ জানুয়ারির একটা পাতানো নির্বাচনের পর দিনে দুপুরে সবার চোখের সামনে ডাকাতি করার মতো একটা উপজেলা নির্বাচন হয়ে গেল। এও যদি আমাদের মৌন সমর্থন পেয়ে যায়, দুর্নীতি-দুঃশাসন-অভাব-বেকারত্ব-মূল্যবৃদ্ধির টানাপোড়েনে বিধ্বস্ত মানুষ যদি এও মেনে নেয়, তবে এর ভবিষ্যৎ কি? বিরক্তি কিংবা রাজনীতির প্রতি ঘৃণা কি এর সমাধান দিতে পারে? এসবই যদি চলতে থাকে তাহলে আজ হয়তো ঠিক আমার গায়ে লাগছে না কিন্তু কাল কি আমি রক্ষা পাব? আমার শরীরে আঘাত না লাগা পর্যন্ত কি আমি জাগব না? আমাদের নিজেদের মা-বোন রাস্তায় বেইজ্জত না হওয়া পর্যন্ত কি আমদের চেতনা ফিরবে না?

আমরা জানি, এরপরও এই দু'দলের মিটিংয়ে লাখো লোকের সমাগম হবে। মুহুর্মুহু তালিতে দুই নেত্রীর জয়ডঙ্কা নিনাদ করে উঠবে, আর তার নিচে চাপা পড়বে সাধারণ মানুষের অন্নের জ্বালা, বস্ত্রের লজ্জা, জীবনে পরাজয়ের গ্লানি। দেশের শিল্পপতিরা একদলের উপর মানুষ ক্ষেপে গেলে আরেক দলকে ক্ষমতায় আনবে। টিভিতে, পত্রিকায় কখনও শেখ হাসিনা, কখনও খালেদা জিয়ার গুণকীর্তি নানা রূপে নানা ব্যঞ্জনায় পরিবেশিত হবে। আর সাধারণ মানুষ এ দুয়ের মধ্যেই পাক খেতে থাকবে উপায়হীন হয়ে। রাজনীতি সক্রিয়ভাবে করুন আর নাই করুন, বুঝুন আর নাই বুঝুন, মানুন আর নাই মানুন – এ বঙ্গভূমির উপর যে দাঁড়িয়ে আছে তার এ চক্র থেকে মুক্তি নেই; যতদিন না আপনি একটি যথার্থ আন্দোলনের রাজনৈতিক শক্তি নির্মাণ করতে পারছেন।

তাই আজ পাড়ায়-মহল্লায় শিক্ষিত সচেতন মানুষেরা নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, মেয়েদের উপর বর্বরতা-নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে গণকমিটি গড়ে তুলুন। এ অন্যায় রুখে দাঁড়ান। আজকের দিনে নিরবতা মানে অনৈতিকতা। বিশাল রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয়া জাতি আমরা – এ অন্যায় আমরা মাথা পেতে মেনে নিতে পারি না।

মদন মোহন কলেজকে সরকারিকরণ ও সম্মানে বিজ্ঞান বিভাগ চালুর দাবি

মদন মোহন কলেজকে সরকারিকরণ করা, সম্মানে বিজ্ঞান বিভাগ চালু, ছাত্র বেতন-ফি কমানো এবং ক্যাম্পাসে শহীদদের স্মৃতিফলক নির্মাণের দাবিতে ১৫ মার্চ সকাল ১১.৩০টায় ক্যাম্পাসে মিছিল সমাবেশ করেছে ছাত্র ফ্রন্ট মদন মোহন কলেজ শাখা। কলেজ শাখার আহ্বায়ক লিপন আহমেদের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক রুবেল মিয়ার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন ছাত্র ফ্রন্ট সিলেট নগর শাখার সভাপতি রেজাউর রহমান রানা, প্রণব সিংহ।

নোয়াখালী সরকারি কলেজে যাতায়াতের সড়ক সংস্কার ও ক্যাম্পাসের জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবি

নোয়াখালী সরকারি কলেজে যাতায়াতের সড়কগুলো সংস্কার ও ক্যাম্পাসের জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবিতে গত ৩০ মার্চ বেলা ১১টায় ক্যাম্পাসে মানববন্ধন-সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল ও অধ্যক্ষের মাধ্যমে নোয়াখালী পৌরসভা মেয়র বরাবর স্মারকলিপি পেশ করেছে ছাত্র ফ্রন্ট। মানববন্ধন-সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্র ফ্রন্ট কলেজ শাখার আহ্বায়ক আনোয়ারুল হক পলাশ, সাধারণ সম্পাদক জসিম উদ্দিন খোকন ও সদস্য কাজী জহির উদ্দিনসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীবৃন্দ।

এ সময় বক্তারা বলেন, নোয়াখালী সরকারি কলেজে বিভিন্ন বিভাগে প্রায় ১৪ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। শিক্ষক রয়েছে ৮২ জন এবং কর্মকর্তা-কর্মচারি রয়েছে আরও প্রায় ৮০ জন। এছাড়া কলেজের চারপাশে ৭-৮ হাজার মানুষ বসবাস করছে। এতসব লোকের জন্য নোয়াখালী সরকারি কলেজ সংলগ্ন যে ক'টি সড়ক রয়েছে সবগুলোই চলাচল অনুপযোগী। বর্ষা মৌসুমে প্রায় প্রতিদিনই এসব সড়কে দুর্ঘটনার শিকার হয় শিক্ষার্থী-শিক্ষক ও পথচারীরা, যাত্রীদের গুনতে হয় অতিরিক্ত ভাড়া। অপর দিকে কলেজ ক্যাম্পাসে খেলাধূলা করার মতো পর্যাপ্ত জায়গা থাকা সত্ত্বেও জলাবদ্ধতার কারণে শিক্ষার্থীরা খেলাধুলা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাছাড়া ক্যাম্পাসের আশপাশে ল্যাম্পপোস্ট না থাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থাও বিঘ্নিত হচ্ছে। বক্তারা অবিলম্বে এসব সংকট নিরসনে সংশি-ষ্ট কর্তৃপক্ষের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের দাবি জানানু।

ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে গোল টেবিল বৈঠক

'বুর্জোয়া ছাত্রসংগঠনগুলোর সন্ত্রাসের দায় ছাত্ররাজনীতির নয়'

বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের সভায় ছাত্ররাজনীতি বন্ধের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ১৫ এপ্রিল বিকাল ৩টায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে 'বুর্জোয়া ছাত্রসংগঠনগুলোর সন্ত্রাসের দায় ছাত্ররাজনীতির নয়' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব ও সঞ্চালনা করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাইফুজ্জামান সাকন। সভার শুরুতে আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক স্নেহাদ্রি চক্রবর্তী রিন্টু।

বৈঠকে আলোচনা করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক অজয় রায়, অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক আকমল হোসেন, ঢাবি শিক্ষক অধ্যাপক এ কে মনোয়ার উদ্দিন আহমেদ, মাসিক শিক্ষা বার্তার সম্পাদক এ এন রাশেদা, সাংবাদিক লেখক আবু সাঈদ খান, প্রাবন্ধিক ও গবেষক অধ্যাপক মোরশেদ শফিউল হাসান,ঢাবির সহযোগী অধ্যাপক তানজিম উদ্দিন খান, ডাকসুর সাবেক জি এস ডা. মোশতাক আহমেদ, ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া, স্বৈরাচার বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা জহিরুল ইসলাম, বেলাল চৌধুরী প্রমুখ। গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী।

আলোচকবৃন্দ বলেন, বুর্জোয়া ছাত্রসংগঠনগুলোর রাজনীতিতে যে দুর্বৃত্তায়নের ছাপ সেটা তো এসেছে তাদের মূল রাজনৈতিক দলগুলোর লুটপাটকারী-সন্ত্রাসী-দখলদারী রাজনীতি থেকে। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের শক্তি গড়ে না তুলে ছাত্ররাজনীতিকে কলুষমুক্ত করা যাবে না।

ছাত্ররাজনীতি বন্ধের সুপারিশের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের বৈঠকে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের সুপারিশের প্রতিবাদে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ১০ এপ্রিল দুপুর ১২টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেছে। মিছিলটি মধুর ক্যান্টিন থেকে শুরু হয়ে বাণিজ্য অনুষদ ও কলাভবন ঘুরে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি চত্বরে সমাবেশে মিলিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নাঈমা খালেদ মনিকা। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক শরীফুল চৌধুরী, কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মলয় সরকার, কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক রাশেদ শাহরিয়ার, সদস্য জয়দীপ ভট্টাচার্য।

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সিলেটে বিক্ষোভ

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বাসদ সিলেট জেলার উদ্যোগে গত ৫ এপ্রিল সন্ধ্যা ৭টায় শহরের মদীনা মার্কেট এলাকায়, ৮ এপ্রিল বিকাল ৫টায় মেজরটিলা বাজারে ও একইদিন সন্ধ্যা ৭টায় শাহপরান বাজারে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশগুলোতে বক্তব্য রাখেন বাসদ নেতা এড. হুমায়ুন রশীদ সোয়েব, সুশান্ত সিনহা, রনেন সরকার রনি, রয়েল আদিত্য, ছাত্র ফ্রন্ট সিলেট নগর সভাপতি রেজাউর রহমান রানা, শাবিপ্রবি শাখার সাধারণ সম্পাদক অপু দাস, সঞ্জয় কান্ত দাস, অনীক ধর, মিজানুর রহমান।

এম সি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা ও বাণিজ্য বিভাগ চালুর দাবি

সিলেট এম সি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা ও বাণিজ্য বিভাগ চালুর দাবিতে ১৯ মার্চ '১৪ সকাল ১২টায় ক্যাম্পাসে মিছিল সমাবেশ করেছে ছাত্র ফ্রন্ট এম সি কলেজ শাখা। ফজলে রহমান চৌধুরী ফরহানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন ছাত্র ফ্রন্ট সিলেট নগর শাখার সাধারণ সম্পাদক রুবাইয়াৎ আহমেদ, রুবেল মিয়া, অনীক চন্দ, সাদিয়া নোশিন তাসনিম প্রমুখ। সমাবেশে বক্তারা বলেন – কলেজের ঐতিহ্য, অবকাঠামো এবং ছাত্র শিক্ষকসহ সিলেটের জনসাধারণের আকাঙ্খা সবই এমসি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিকে যৌক্তিক করে তুলেছে।

খেলার মাঠ রক্ষার দাবিতে চট্টগ্রামে আন্দোলন

চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে জাম্বুরী মাঠকে পার্ক করার ঘোষণার প্রতিবাদে 'খেলার মাঠ রক্ষা কমিটি'-র উদ্যোগে গত ১১ এপ্রিল বিকাল ৪টায় এক মানববন্ধন ও সমাবেশ জাম্বুরী মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে শত শত এলাকাবাসী, ক্রীড়ানুরাগী ও বিভিন্ন ক্রীড়া ক্লাবসমূহ অংশগ্রহন করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন ২৮, ২৯, ৩৬ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর বাসদ নেত্রী জান্নাতুল ফেরদাউস পপি। বক্তাগণ অবিলম্বে জাম্বুরী মাঠকে পার্ক করার ঘোষণা প্রত্যাহার করে একে মিনি ষ্টেডিয়াম ঘোষণা করার দাবি জানান। সমাবেশ থেকে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ, ডিসি অফিস ঘেরাও, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে স্মারকলিপি প্রদানের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ২৮, ২৯, ৩৬ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জান্নাতুল ফেরদাউস পপি। সভায় আরো বক্তব্য রাখেন ৩৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর হাজ্বী জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, বন্দর ট্রাক মালিক সমিতির সভাপতি এস.এম হাবিবুল হক, কদমতলী ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক মো: নুরুল আবছার, খেলাঘর চট্টগ্রাম মহানগরের সহ-সভাপতি এ্যরশাদ হোসেন, গোসাইলডাঙ্গা যুবক গোষ্ঠীর সভাপতি আবু তাহের, সাধারণ সম্পাদক সাইদুল বশর জুয়েল, কার্যকরী সভাপতি আতাওর রহমান, সাবেক সভাপতি এসকান্দর ফারুক ও মোক্তার হোসেন, সাবেক সহ-সম্পাদক আবু তালেব সোহেল, সিজেকেএস এর সাবেক কাউন্সিলর ও চট্টগ্রাম জেলা ফুটবল এসোসিয়েসনের সদস্য শাহীন সরোয়ার, সোনালী অঙ্গনের সাধারণ সম্পাদক জসীম উদ্দীন তরফদার, ডলফিন ক্লাবের সভাপতি প্রফেসর আমির উদ্দীন, সদস্য মো: আনিস, উদয়ন সংঘের ক্রীড়া সম্পাদক মো: একরামুল হক, মাঠ রক্ষা কমিটির সংগঠক মাহমুদ, মহানগর ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক মো: সোহেল, বেচা শাহ যুব কল্যাণ সংস্থার ক্রীড়া সম্পাদক নুরুল আজীম, ভোরের সাথির সভাপতি তপন, সাধারণ সম্পাদক সুজন, অগ্নিবীনা সভাপতি আব্দুল্লাহ আল নোমান, বড়বাড়ী ইয়ং বয়েস এর উপদেষ্টা সৈয়দ মো: লিটন, একতা গোষ্ঠির সহ-সাধারণ সম্পাদক বাবুল দাস তনয়, মাঠ রক্ষা কমিটির সংগঠক কাঞ্চন সরকার। সমাবেশ পরিচালনা করেন স্থানীয় কাজী নজরুল পাঠাগারের উপদেষ্টা মহিন উদ্দীন বাপ্পী।

সভায় বক্তাগণ বলেন, সম্প্রতি চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক ও বিখ্যাত জাম্বুরি মাঠকে পাক করার ঘোষণা দিয়েছেন গণপূর্ত মন্ত্রী। এ ঘোষণায় সচেতন নাগরিকরা উৎকণ্ঠিত, কারণ মাঠটিকে পার্ক করা হলে স্থানীয় শিশু-কিশোর-তরুণদের খেলার সুযোগ থাকবে না। কয়েক বছর আগে জনগণের প্রতিবাদ সত্ত্বেও এ মাঠের একাংশে শিশু পার্ক নির্মাণ করে মাঠকে সংকুচিত করা হয়েছে। মাঠের বাকী অংশে দীর্ঘদিন ধরে সব্জি চাষ করাতে সেখানেও খেলাধূলার সুযোগ কমে গিয়েছে। চট্টগ্রাম শহরে যেখানে মাঠের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম, সেখানে বিদ্যমান মাঠগুলোও একের পর এক দখল হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন কারণে। দেশের ভবিষ্যত সুস্থ প্রজন্ম গড়ে তুলতে হলে খেলাধুলাসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আয়োজন রাখতে হবে। এ আয়োজনগুলোর অভাবে আমাদের কিশোর-তরুণরা বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড, মাদক-অপসংস্কৃতি ইত্যাদিতে জড়িয়ে যাচ্ছে। শিশু-কিশোর-তরুণরা খেলাধুলার অভাবে ঘরের চার দেয়ালে মাঝে বন্দি হয়ে বড় হচ্ছে যার কারণে তারা আত্মকেন্দ্রিক-স্বার্থপর হিসেবে গড়ে উঠছে। তাদের চিন্তার জগত আটকে আছে কম্পিউটার, মোবাইল ইত্যাদিতে। এছাড়াও স্কুল, পড়াশুনা, কোচিং-প্রাইভেট ইত্যাদিতে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকার পর তারা যখন অবসর সময়ে একটু খেলাধুলার সুযোগ পাচ্ছে না তখন তারা শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে সুস্থভাবে বিকশিত হতে পারছে না। একসময় চট্টগ্রাম থেকে দেশের জাতীয় পর্যায়ে ফুটবল-ক্রিকেটসহ বিভিন্ন খেলায় খেলোয়াড়রা অবদান রাখতে পেরেছে, কিন্তু এখন মাঠের অভাবে সঠিকভাবে ক্রীড়া অনুশীলনও করতে পারছে না খেলোয়াড়রা। চট্টগ্রামের পলোগ্রাউন্ড, কলেজিয়েট, জাম্বুরি, শাহাজাহান মাঠসহ বিভিন্ন মাঠের চিত্র হচ্ছে এ মাঠগুলোতে একটু জায়গা পাওয়ার জন্য খেলোয়াড়দের মাঝে এমনকি সংঘাতও হয়। কিশোর-তরুণরা মাঠে খেলতে না পেরে শুধু টেলিভিশনে খেলার দর্শক হিসেবে বেড়ে উঠছে। বর্তমান সময়ে ক্রীড়াজগতে খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের জুয়া-বাজি ইত্যাদি অপরাধমূলক কর্মকান্ড সৃষ্টি হওয়ার প্রভাব পড়ছে আমাদের তরুণদের মধ্যে। খেলার সুস্থ বিনোদনের দিক ও সৌন্দর্য-নান্দনিকতা এভাবে হারিয়ে গিয়ে খেলাও পরিণত হয়েছে পণ্যে। এসবের সর্বগ্রাসী নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে শিশু-কিশোর-তরুণদের উপর। তাই আমাদের তরুণ প্রজন্মকে সুস্থ-সবল ও দেশপ্রেমিক প্রজন্ম হিসেবে গড়ে তুলতে হলে ধেলাধুলার চর্চাসহ বিভিন্ন সামাাজিক আয়োজন প্রয়োজন।

গ্রামীণ জনগণের জন্য সরকারি বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং সুষ্ঠু বণ্টনের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান

গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের জন্য সরকারি বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং তা সুষ্ঠু বন্টনের দাবিতে বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি হোসেনপুর উপজেলা শাখার উদ্যোগে ১৯ মার্চ বেলা ১২টায় হোসেনপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপি প্রদান করার পূর্বে শহরের নতুন বাজার মোড় থেকে একটি মিছিল গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা পরিষদ চত্বরে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ উপজেলা শাখার আহ্বায়ক আলাল মিয়া, বাসদ জেলা নেতা চন্দন সরকার, ছাত্র ফ্রন্ট নেতা রবিন, সুমন, সোহেল প্রমুখ। বক্তারা বলেন, দিনের পর দিন দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে মানুষ আজ চরম দিশেহারা। একদিকে চড়া দামে সার-বীজ-কীটনাশকসহ কৃষি উপকরণ কিনতে হয়, অপরদিকে কৃষক ফসলের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। ভিজিডি, ভিজিএফ, টিআর, কাবিখা, কর্মসৃজন প্রকল্পসহ সরকারি যে সকল প্রকল্প রয়েছে তার অধিকাংশই ভুক্তভোগী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষের কাছে পৌঁছায় না। এছাড়া এই সরকারি বরাদ্দ পেতে দরিদ্র মানুষদের হয়রানির স্বীকার হয় এবং অবৈধভাবে ঘুষের লেনদেন হয়। বক্তারা এই সকল সরকারি বরাদ্দের পরিমাণ, উপকারভোগীর সংখ্যা ও মেয়াদ বৃদ্ধি করা এবং ঘুষ-দুর্নীতি-দলীয়করণ-অনিয়ম বন্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার আহ্বান জানান। একইসাথে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে প্রয়োজনীয় ডাক্তার, পর্যাপ্ত ঔষধ ও প্রসূতি মায়েদের সেবা নিশ্চিত করা এবং হাটে-ঘাটে সরকারি টোল চার্ট লাগানো ও ইজারাদারী-জুলুম-নির্যাতন বন্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান।

সিলেটে নারী ধর্ষণকারী সেনা সদস্যের বিচারের দাবিতে নারীসমাজের বিক্ষোভ

বটেশ্বর সেনানিবাস এলাকায় আদিবাসী পাত্র সম্প্রদায়ের নারী ধর্ষণকারী সেনা সদস্য আজিরুল হকের দৃষ্টান্তমূলক বিচার ও পাত্র সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে সিলেটের নারী সমাজ গত ১২ এপ্রিল বিকাল ৫টায় সিলেটের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে মানববন্ধন ও সমাবেশ করে। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় নারী জোট সিলেট জেলার সভাপতি বেগম শামীম আখতার এবং পরিচালনা করেন বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র সিলেট জেলার সংগঠক তামান্না আহমদ। বক্তব্য রাখেন জেলা আইনজীবী সমিতির প্রাক্তন সভাপতি ই.ইউ শহীদুল ইসলাম, তাহমীম আইডিয়াল স্কুলের অধ্যক্ষ হামিদা খান লনি, বাংলাদেশ নারীমুক্তি সংসদ সিলেট জেলার সভাপতি ইন্দ্রানী সেন সম্পা, নারী মুক্তি কেন্দ্র সংগঠক ইশরাত রাহি রিশতা, ছাত্র ফ্রন্ট নগর কমিটির সাধারণ সম্পাদক রুবাইয়াৎ আহমদ প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন গনতন্ত্রী পার্টি সিলেট জেলার সভাপতি ব্যারিস্টার মো. আরশ আলী, সিপিবি সিলেট জেলার সভাপতি এড. বেদানন্দ ভট্টাচার্য, জাসদ সিলেট জেলার সাধারণ সম্পাদক লোকমান আহমদ, জেলা বাসদ আহবায়ক উজ্জ্বল রায়, জামালগঞ্জ উপজেলার সাবেক মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শামীমা শাহারিয়ার, জাসদ নেতা আলাউদ্দিন আহমদ মুক্তা, আদিবাসী নারী নেত্রী সুনীলা সিনহা, সাংবাদিক সংগ্রাম সিংহ, আদিবাসী নেতা স্বপন কুমার ঋষি দাস, লক্ষী কান্ত সিংহ, রাকেশ রায়, জাসদ নেতা অলক শ্যাম, বাসদ নেতা এড. হুমায়ূন রশীদ সোয়েব, আইনজীবি তাপস বন্ধু দাশ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, এই আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভূমি অধিগ্রহণ করেই জালালাবাদ ক্যান্টমেন্ট স্থাপিত হয়েছিল। আজ সেনানিবাস এলাকার আদিবাসীরাই সবচেয়ে নিরাপত্তাহীন অবস্থায় বসবাস করছে। দেশের আইনশৃঙ্খলা ও প্রতিরক্ষার কাজে যারা নিয়োজিত তাদের সদস্য কর্তৃক নারী ধর্ষণের ঘটনা প্রমাণ করে এই রাষ্ট্র ও সমাজ অধঃপতনের কোন্ জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এইসব ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার না হওয়ার কারণেই নারী নির্যাতন দিন দিন আৎশকাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শাবিপ্রবি-তে যৌননিপীড়নের বিচার দাবি

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগে যৌনহয়রানির দায়ে অভিযুক্ত কর্মচারী আবু সালেহ এবং বিভাগের শিক্ষক সহকারী অধ্যাপক নাসির উদ্দিনের বিচার দাবিতে ছাত্র ফ্রন্ট শাবিপ্রবি শাখার উদ্যোগে ৯ এপ্রিল বেলা সাড়ে বারোটায় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। শাবিপ্রবি আহ্বায়ক অনীক ধরের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সিলেট নগর কমিটির সভাপতি রেজাউর রহমান রানা, মাসুদ করিম সোহাগ, ইশরাত রাহী রিশতা। সমাবেশে বক্তারা বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের পিতৃতুল্য শিক্ষক কিংবা একজন সাধারণ কর্মচারীর হাতে যদি ছাত্রীরা নিপীড়নের শিকার হয় তাহলে বোঝা যায় নারীর সামাজিক নিরাপত্তা আজ কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে।' ছাত্রনেতৃবৃন্দ লোকপ্রশাসন বিভাগের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সাথে একাত্মতা পোষণ ও সংহতি জ্ঞাপন করেন। সমাবেশ থেকে অভিযুক্ত শিক্ষক এবং কর্মচারীকে স্থায়ী বহিষ্কার, শাবিপ্রবিতে অধ্যয়নরত সকল ছাত্রীর সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং শাবি'র 'যৌন নিপীড়ন নিরোধ কেন্দ্র'-কে আরো কার্যকরী করার জন্য শাবি প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হয়।

জোনাল রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির

৩ ও ৪ জোনের রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির গত ১১ ও ১২ এপ্রিল যশোরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনের অধিবেশন যশোর ইনস্টিটিউটের নাট্যশালা সংসদে ও দ্বিতীয় দিন যশোর টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়। মার্কসবাদ ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, বিপ্লবী কর্মীদের কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় শিক্ষাশিবিরে আলোচিত হয়। শিক্ষাশিবির পরিচালনা করেন বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। এছাড়া আলোচনা করেন যশোর জেলা পার্টির সমন্বয়ক হাসিনুর রহমান, সাতক্ষীরা জেলার সমন্বয়ক চিত্তরঞ্জন সরকার, ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক স্নেহাদ্রি চক্রবর্তী রিন্টু, ছাত্রনেতা রুহুল আমিন। শিক্ষাশিবিরে দুই জোনের প্রায় ৬০ জন নেতাকর্মী অংশগ্রহণ করেন।

হত্যা, গুম, অপহরণের দায়-দায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হবে

– বাম মোর্চা

১৭ এপ্রিল দুপুরে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে দেশব্যাপী হত্যা, গুম, অপহরণ ও সহিংস সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় এবং বলা হয় দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতিতে জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে গভীর নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি হয়েছে। পরিবেশবাদী আন্দোলনের সংগঠক সৈয়দ রেজওয়ানা হাসানের স্বামী আবু বকর সিদ্দিকীর অপহরণ প্রমাণ করে দেশের জনগণের কারোই জানমালের কোনো নিরাপত্তা নাই। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা যেভাবে অপরাধমূলক তৎপরতার সাথে যুক্ত হয়ে পড়ছে তা দেশবাসীর মনে গভীর উৎকণ্ঠা জন্ম দিয়েছে। হত্যা, গুম, অপহরণ ও বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডসহ এসব সন্ত্রাসী তৎপরতার দায়-দায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হবে। প্রস্তাবে এসব সন্ত্রাসী তৎপরতা প্রতিরোধে জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান জানানো হয়। বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বাম মোর্চার সমন্বয়ক অধ্যাপক আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতা সাইফুল হক, শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, এড. আব্দুস সালাম, হামিদুল হক, মানস নন্দী, আকবর খান, ওবায়দুল-াহ মুসা, মীর মোফাজ্জল হোসেন মোস্তাক, ফখ্রুদ্দিন কবির আতিক প্রমুখ।

চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ দিবস পালিত

বাসদ চট্টগ্রাম জেলার উদ্যোগে ১৮ এপ্রিল ঐতিহাসিক চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে সকাল ৯টায় জে এম সেন হলস্থ মাস্টারদা সূর্যসেনের আবক্ষ মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন বাসদ নেতা অপু দাশ গুপ্ত ও শফিউদ্দীন কবির আবিদ। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, যুব বিদ্রোহের ৮৪ বছর পার হয়েছে কিন্তু মাস্টারদার স্বপ্ন আজও অপূরিত। দেশে এখন বিদেশী শোষণের পরিবর্তে দেশীয় শোষকদের শাসন। সাধারণ মানুষ তার অধিকার বঞ্চিত। নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, মাস্টারদা লড়াই করেছিলেন যুবসমাজকে নিয়ে। আর আজ সেই যুব সমাজের চরিত্র ধংসে চলছে নানা আয়োজন। নেতৃবৃন্দ তার বিরুদ্ধে মাস্টারদা ও অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিয়ে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ লড়াই চালানোর আহবান জানান। শেষে মাস্টারদাকে লাল সালাম জানিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় : চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ দিবস উপলক্ষে 'চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ ও মাস্টার দা সূর্যসেনের জীবন-সংগ্রাম' শীর্ষক এক আলোচনা সভা ছাত্র ফ্রন্ট জবি শাখার উদ্যোগে গত ১৭ এপ্রিল বেলা ১টায় রফিক ভবনের ৪র্থ তলায় অনুষ্ঠিত হয়। জবি শাখার সভাপতি মাসুদ রানার সভাপতিত্বে এতে আলোচনা করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক স্নেহাদ্রি চক্রবর্তী রিন্টু।

দিনাজপুরে বাম মোর্চার গণমিছিল

অবিলম্বে বিদ্যুৎ-এর বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহারসহ ৭ দফা দাবিতে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা দিনাজপুর জেলা শাখার উদ্যোগে গত ২৯ মার্চ শনিবার বিকেল ৪টায় স্থানীয় প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বাম মোর্চার জেলা সমন্বয়ক আনোয়ার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন নান্নু, গণসংহতি আন্দোলন কেন্দ্রীয় সমন্বয় পরিষদের সদস্য এড. আব্দুস সালাম, বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য মঞ্জুর আলম মিঠু, বাসদ(মাহবুব) কেন্দ্রীয় কমিটির ভারপ্রাপ্ত আহবায়ক ইয়াসিন মিয়া, জেলা নেতা আকতার আজিজ, বাসদ দিনাজপুর জেলা সমন্বয়ক রেজাউল ইসলাম সবুজ, সন্তোষ গুপ্ত, মাজাহার আলী প্রমুখ। সমাবেশ থেকে অবিলম্বে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার ঘোষিত ৭ দফা দাবি মেনে নেয়ার আহবান জানান হয়।

বুর্জোয়া ছাত্রসংগঠনগুলোর সন্ত্রাসের দায় ছাত্রসমাজের নয়

(শেষ পৃষ্ঠার পর) ছাত্রসংগঠনের অপকর্মের দায়ভার উপাচার্যবৃন্দ ছাত্রসমাজের কাঁধে চাপাতে চাইছেন কোন উদ্দেশ্যে? সে কি ছাত্রদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা থেকে, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলার সৎ অভিলাষ থেকে? না কি এর পেছনেও আছে কোনো দুরভিসন্ধি। গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে কি শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ, গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব? ইতিহাস বলে, তা সম্ভব নয়। আজ যে উপাচার্যবৃন্দ এসব কথা বলছেন, তাঁরা কি একটা প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারবেন? তাঁরা নিজেরা যে প্রক্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছেন তা কি গণতান্ত্রিক ছিল? এটা সবাই জানে, কোনো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে তাঁরা উপাচার্য নির্বাচিত হননি। আমাদের দেশে ৫ বছর পর পর প্রধানত বুর্জোয়া দুই দলের মধ্যে এদেশের পুঁজিপতিদের পলিটিক্যাল ম্যানেজার হিসাবে ক্ষমতার পালাবদল হয়। ক্ষমতা দখলের সাথে সাথে সর্বত্র শুরু হয় দখলদারিত্ব ও দলীয়করণের মহোৎসব। প্রশাসন যন্ত্র থেকে শুরু করে রাস্তা-ঘাট, বিমানবন্দরের নামকরণ পর্যন্ত এদের দখলদারিত্ব বিস্তৃত হয়। দখলদারিত্বের এই সংস্কৃতির মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই বাদ থাকে না শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। ক্ষমতাসীন ছাত্রসংগঠনগুলো দখল করে হল-ক্যাম্পাস আর সরকার দখল করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তথা উপাচার্য পদগুলো। আর নিজেদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও অনুগত ব্যক্তিদেরকেই উপঢৌকন হিসাবে এই পদটি দান করেন। এটাও সবার জানা যে, এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য যারা এই রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত অথবা একসময় যুক্ত ছিলেন সেইসব শিক্ষকদের মধ্যে চলে গোপন-প্রকাশ্য তীব্র প্রতিযোগিতা। সরকারি দলের স্বার্থ তিনিই সবচেয়ে ভালোভাবে রক্ষা করতে পারবেন – এই তোষামোদিতে যিনি অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে শীর্ষস্থান দখল করেন, তার কপালেই জোটে সরকারি দলের অনুকম্পা। এইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদটি দলীয়করণ-দখলীকরণের দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। নিজেরা দলীয় রাজনীতির সাথে যুক্ত থেকে কোন নৈতিক বিচারে ছাত্রদের রাজনীতি করার অধিকার হরণ করতে চাইছেন? এসব ব্যক্তিবর্গ বা উপাচার্যবৃন্দের দলভুক্ত অবস্থানের কারণে এটা আর কোনো কষ্ট-কল্পনা নয় যে, এর পেছনে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই, আছে অন্য কোনো দলীয় স্বার্থ বা পরিকল্পনা। এই চক্রান্ত বা ছাত্ররাজনীতি বন্ধের অপতৎপরতা নতুন কোনো ঘটনা নয়। অতীতেও বিভিন্ন সময়ে সংঘাত-সহিংসতার ধুয়া তুলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের চক্রান্ত হয়েছে। এদেশের সকল শ্রেণীপেশার মানুষই রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। আইনজীবী-শিক্ষক-সাংবাদিক-ডাক্তার এমনকি প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও চাকুরি বিধিমালা লঙ্ঘন করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু সবাইকে বাদ দিয়ে সরকার ছাত্ররাজনীতির উপর এত খড়গহস্ত কেন? আমরা সবাই জানি, সরকার একটি নীতি বা পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করে। শিল্প-কৃষি-যোগাযোগসহ বিভিন্ন খাতের মতো শিক্ষা সম্পর্কেও তার একটি নীতি আছে। সেই নীতি হল শিক্ষাখাত থেকে ধীরে ধীরে সরকারি দায়িত্ব গুটিয়ে নেয়, অর্থাৎ সরকারি বরাদ্দ কমানো। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ(!), চলবে নিজের আয়ে। এই নীতি অনুযায়ী শাসকমহল প্রণয়ন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা ইউজিসি'র ২০ মেয়াদী কৌশলপত্র। কৌশলপত্র বাস্তবায়নের অংশ হিসাবেই, অভ্যন্তরীণ আয় বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট বিক্রি তথা নাইটকোর্স চালু করছে। বিভান উন্নয়ন ফি'সহ নানা রকম খাতে বর্ধিত ফি আরোপ করছে। এভাবে ক্রমাগত ফি বাড়তে থাকলে দরিদ্র-সাধারণ ধরের সন্তানদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আঙিনা মাড়ানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। শাসকশ্রেণীও তাই চায়। একদিকে বর্ধিত ফি আরোপের মাধ্যমে শিক্ষাকে পণ্য করে হাজার হাজার কোটি টাকা মুনাফা করবে শিক্ষাব্যবসায়ীরা। আর অন্যদিকে যার অর্থ খরচের সামর্থ্য নেই তারা ঝরে পড়বে। অর্থাৎ শিক্ষাসংকোচনের উদ্দেশ্যও পূরণ হবে। সরকার শিক্ষা সংকোচন করতে চায় কেন? মহান সাহিত্যিক টলস্টয় বলেছিলেন, জনগণের অজ্ঞতাই সরকারের ক্ষমতার উৎস। জনগণকে অজ্ঞতার অন্ধকারে রেখে শাসকশ্রেণী সীমাহীন শোষণ-লুটপাট চালাতে চায়। শুধু শিক্ষা-বাণিজ্যই নয়, এদেশের ৫৪ ভাগ মানুষ কোনোরকম স্বাস্থ্যসুবিধা পায় না, ৪৩ ভাগ শিশু অপুষ্টিতে ভোগে, কৃষক তার উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পায়, শ্রমিক ন্যায্য মজুরি পায় না, প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকরা বেঁচে থাকার মতো সম্মানজনক বেতন পান না। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে দিশেহারা গরিব-মধ্যবিত্তের জীবন। আর অন্যদিকে সরকারি ক্ষমতা-প্রভাব-প্রতিপত্তি কাজে লাগিয়ে মুনাফার পাহাড় গড়ছে একদল ব্যবসায়ী। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের এক সংসদ সদস্যের সম্পত্তি বেড়েছে প্রায় ৩২ হাজার গুণ! কার কৃপায় এদের হাতে সঞ্চিত হয়েছে পাহাড়-সম সম্পদ? শোষণমূলক পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই এ জন্যে দায়ী। শাসকশ্রেণী এই মূল সত্যকেই আড়াল করতে চায়। তাই শিক্ষাসংকোচনের নানা ফন্দি ফিকির করে। এই শোষণের স্বরূপ কিছুটা বুঝতে পারে ছাত্রেরাই, শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শক্তিও তারাই। পাকিস্তান আমলে স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকার শরীফ কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যয় ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করে শিক্ষাসংকোচনের প্রস্তাব করেছিল। সেদিন ছাত্ররা বুকের রক্ত দিয়ে তৎকালীন ঔপনিবেশিক সরকারের শিক্ষাসংকোচনের নীলনক্সা প্রতিরোধ করেছিল। স্বাধীন দেশেও শোষণমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শাসকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গিও বদলায় নি। তাই ৮৩ সালে সামরিক স্বৈরাচার এরশাদের শাসনামলে মজিদ খানের বৈষম্যমূলক সাম্প্রদায়িক শিক্ষানীতি বাতিল করতে বাধ্য করেছিল ছাত্ররা। বর্তমান সরকারেও শিক্ষা সম্পর্কে একই দৃষ্টিভঙ্গি। তাই ক্রমাগত বাণিজ্যিকরণ ত্বরান্বিত হচ্ছে, শিক্ষার্থীদের কাঁধে চাপছে অতিরিক্ত ফি'র বোঝা। আপনাদের নিশ্চয় স্মরণে আছে, কিছুদিন পূর্বে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজার হাজার শিক্ষার্থী বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল বাণিজ্যিকভাবে নাইটকোর্স চালু ও বর্ধিত ফি আরোপের প্রতিবাদে। সেই আন্দোলন দমনে প্রশাসন পুলিশ ও ছাত্রলীগকে ব্যবহার করে। রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ধিত ফি'র বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করছে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েও মাস কয়েক পূর্বে 'বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-বহির্ভূত কোনো কাজে অংশগ্রহণ করব না' মর্মে অভিভাবকের প্রত্যয়নপত্র নেয়ার বিরুদ্ধে প্রগতিশীল ছাত্রজোটের আন্দোলন জয়ী হয়েছে। রাজনীতি যদি হয় অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই, তাহলে সত্যিকারের রাজনীতি তো এটাই। এই রাজনীতিকেই ভয় শাসকদের। তাই শাসকশ্রেণী শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ তথা শিক্ষাকে পুঁজিপতিদের মুনাফা লুণ্ঠনের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে সকল বাধা অপসারণ করতে চায়। আর এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হল ছাত্রআন্দোলন, ছাত্ররাজনীতি।

শিক্ষার অধিকার রক্ষার লড়াই শুধু নয়, এদেশের মানুষের রাজনৈতিক অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়েও ছাত্রসমাজের অগ্রগামী ভূমিকা অবিদিত নয়। স্বাধীনতা ৪২ বছর পরেও যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়নি নানা সময়ে শাসকশ্রেণীর আপস-রফার কারণে, সেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে এতবড় যে গণজাগরণ হয়ে গেল, তারও ভিত্তি তৈরি করেছে ছাত্রেরাই। তদারকি সরকারের ছদ্মবেশে ফখরুদ্দিন সরকারের আমলে যে অগণতান্ত্রিক সামরিক শাসন জনগণের কাঁধে চেপে বসেছিল, সমস্ত ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে সেই অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের শক্তি যুগিয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সচেতন ছাত্রসমাজ। শাসকশ্রেণী তথা বর্তমান সরকারে কাছে ছাত্রদের এই ভূমিকা অজ্ঞাত নয়। তাই আজ যখন মৌলবাদ-জঙ্গীবাদ-সাম্প্রদায়িকতা দমনের নামে আওয়ামী লীগ তাদের দোসর নীতিভ্রষ্ট পতিত বাম শক্তিকে সাথে স্বাধীনতা যুদ্ধের নাম করে স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনাবিরোধী অগণতান্ত্রিক শাসন চাপিয়ে দিয়েছে, জনগণকে বিভ্রান্ত করে মানবসভ্যতার সবচেয়ে বড় শত্রু ফ্যাসিবাদী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে, এদেশের একচেটিয়া পুঁজির শোষণলুটপাটের স্বার্থে – এই শোষণ-লুটপাটের বিরুদ্ধে, অন্যায় ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে যৌবনের অমিত শক্তি ধারণকারী ছাত্রেরাই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। ছাত্রসমাজের এই সম্মিলিত শক্তিকেই শাসকশ্রেণী ভয় করে, শোষণ-লুটপাটের অবাধ পরিবেশ তৈরির পথে বাধা মনে করে। তাই সেই বাধা অপসারণ করতে ছাত্রদের প্রতিবাদ করার, সংগঠিত হওয়ার অধিকার হরণের চক্রান্ত করছে। এটাও ফ্যাসিবাদী শাসনেরই আরেক লক্ষণ। এই ফ্যাসিবাদী শাসন পাকাপোক্ত করার সহযোগী শক্তি ক্ষমতাসীনদের ছাত্রসংগঠন। এদের অপকর্মের চিত্র দেখিয়ে, এদের চরিত্রহীনতা দেখে কেউ কেউ অভিযোগ তোলেন, ছাত্ররাজনীতি এখন আর আগের মতো নেই। রাজনীতিতে মূল্যবোধ নেই। পাকিস্তান আমলেও সরকারি ছাত্রসংগঠন এনএসএফ (ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফেডারেশন) এরকম হত্যা-খুন-দমন-পীড়নের কাজে নিয়োজিত ছিল। কিন্তু সেদিন তো কেউ এটা দেখিয়ে ছাত্রদের রাজনীতি থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেয় নি। কেন? কারণ ছাত্ররা সেদিন এদেশের গণমানুষের শিক্ষা-কাজের দাবিকে, গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিকে উচ্চকিত করেছিল, নিয়ত অপমান-লাঞ্ছনাময় জীবন থেকে মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়ে, জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে রত হয়েছিল। এভাবে মর্যাদাসম্পন্ন জীবনের সন্ধানে শোষিত মানুষের স্বার্থের পক্ষে রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে ছাত্রদের ন্যায়-নীতি-মূল্যবোধের ধারণা গড়ে উঠেছিল। আর আজ পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় আদর্শহীন বুর্জোয়া ধারার রাজনীতি স্বভাবতই ব্যক্তিস্বার্থের পঙ্কে নিমজ্জিত। যা সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় ত্বরান্বিত করছে। এই সংকট বুর্জোয়া রাজনীতির সংকট। বুর্জোয়া রাজনীতি আজ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আর প্রতিফলিত করে না। তাই ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করে নয়, '৫২-'৬২-'৬৯-'৭১-'৯০-এর সংগ্রামের ধারাতে, শোষিত মানুষের পক্ষের যে রাজনীতি, অধিকার আদায়ের সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আদর্শবাদী ও বিপ্লবী ধারার রাজনৈতিক শক্তির উত্থানের মধ্য দিয়েই এই সংকটের সমাধান সম্ভব।

শিশু কিশোর মেলা ও চারণ-এর আয়োজনে বর্ষবরণ

চট্টগ্রাম : নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে 'মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা' এ শ্লোগানে শিশু কিশোর মেলা ও চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের আয়োজনে ১৪ এপ্রিল বিকাল ৩টায় চট্টগ্রাম শহরের মুসলিম হলে বসেছিল বিভিন্ন স্কুলের কচি-কাঁচাদের মেলা। দুপুর থেকেই মুসলিম হল প্রাঙ্গণ মুখরিত ছিল শিশু-কিশোরদের উপস্থিতিতে। কারো হাতে মানুষের মুখ, কারো মুখে দানবের মুখোশ। কেউ সেজেছে দৈত্য, কেউ পরেছে পেঁচা, আবার কেউ পরেছে বিভিন্ন পাখির মুখোশ। আর যারা কিছু পরেনি তাদের হাতেও শোভা পাচ্ছিল রঙ-বেরঙের ফেস্টুন। সবার আনন্দ উচ্ছল মুখগুলো পুরো মুসলিম হল প্রাঙ্গনকে আলোকিত করে তোলে। তাদের পরিবেশিত গান-নাটক-নাচের আয়োজন উপভোগ করতে উপস্থিত ছিল হলভর্তি মানুষ। আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক ডা. সুশান্ত বড়ুয়া এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন অধ্যাপক আবুল মনসুর। বক্তব্য রাখেন শিশু-কিশোর মেলা সম্পাদক সত্যজিৎ বিশ্বাস ও চারণের ইনচার্জ ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য সোমা। অনুষ্ঠানের শুরুতে শিশু-কিশোরদের সুসজ্জিত র‍্যালি নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

আবুল মনসুর তাঁর বক্তব্যে বলেন, বর্ষবরণ এখন বাঙালির সবচেয়ে বড় অসম্প্রদায়িক উৎসবে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সাথে এ কথাও মনে রাখতে হবে যারা এ উৎসবের কেন্দ্রবিন্দু ছিল বিশেষ করে গ্রাম বাঙলার কৃষক, তাদের আজ দুর্দিন। কারণ ফসলের উৎসবেও আজ তারা ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না। তাই এ সময়ে অন্ত্যজ শ্রেণীর কথা আমাদের বিবেচনা করতে হবে।

এরপর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। 'এসো হে বৈশাখ, এসো এসো' আহ্বানে সম্মিলিত গানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মূল আয়োজন। শিশু কিশোর মেলা ও চারণের শিল্পীরা একে একে পরিবেশন করে চির পরিচিত লোকায়ত গানগুলো। অনুষ্ঠানে মারমাদের বিজু উৎসবের গান সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। শিশু-কিশোরদের নাটক 'শূল রাজার দেশে' মঞ্চায়নের মাধ্যমে এ আয়োজন শেষ হয়।

চাঁদপুর : ফরিদগঞ্জ উপজেলা বাসদ কার্যালয়ে সকাল ৯টায় শিশু কিশোর মেলা ও চারণ আয়োজিত পহেলা বৈশাখ উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির কেন্দ্রীয় সদস্য আলমগীর হোসেন দুলাল। আরো বক্তব্য রাখেন বাসদ লক্ষ্মীপুর জেলা সংগঠক দীপক চন্দ্র রাউত, ফরিদগঞ্জ উপজেলা সদস্য সচিব জিএম বাদশা, মৎস্যজীবী সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন নান্নু, শ্রমিক ফেডারেশন সংগঠক ফারুক পাটওয়ারী, সাংবাদিক মানিক পাঠান, শ্রমিক সংগঠক তাজুল ইসলাম তাজু, নারী মুক্তি কেন্দ্রের হেনা আক্তার, পারুল বেগম, বিউটি আক্তার, শিশু কিশোর মেলার তাসনীম বুশরা, দীপশ্রী রাউত, মাস্টার আরমান।

সিলেট : চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও শিশু কিশোর মেলা সিলেট জেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৯টায় রসময় মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শুরু হয় আলোচনা সভা। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সংগঠক এড. হুমায়ুন রশীদ সোয়েব এবং পরিচালনা করেন শিশু কিশোর মেলা সিলেট জেলার সংগঠক রুবাইয়াৎ আহমেদ। এতে বক্তব্য রাখেন বি.এম.এ সিলেট জেলার প্রাক্তন সম্পাদক ডা. মো. ময়নুল ইসলাম, বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির কেন্দ্রীয় সদস্য মানস নন্দী, সিলেট জেলার আহ্বায়ক উজ্জল রায় প্রমুখ। আলোচনা সভা শেষে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র পরিবেশন করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পরে বেলা ১১টায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে রেজিস্টারি মাঠে গিয়ে শেষ হয়।

রংপুর : চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে সকাল ১০টায় নগরীর শিক্ষা সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সংগঠক রোকনুজ্জামান রোকনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন বাসদ রংপুর জেলা সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু, পলাশ কান্তি নাগ। চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও শিশু কিশোর মেলার সদস্যরা আবৃত্তি ও গান পরিবেশন করেন।

চট্টগ্রাম

ফরিদগঞ্জ

ভারতের নদী-আগ্রাসন ও শাসকদের নতজানু নীতির বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তুলুন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, সমাবেশের ঘোষণা পাঠ ও পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করেন বাম মোর্চার সমন্বয়ক কমরেড অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার।

উত্তরবঙ্গের পথে পথে দুপাশে অসংখ্য মানুষ দাঁড়িয়ে থেকে রোডমার্চকে অভিনন্দন জানিয়েছে। প্রতিটি সমাবেশেই সাধারণ মানুষ আগ্রহ নিয়ে নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শুনেছে। বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির প্রকাশিত রোডমার্চ সংখ্যা সাম্যবাদ কিনেছে, বাম মোর্চার লিফলেট সংগ্রহ করেছে। রোডমার্চকে ঘিরে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। যেমন বগুড়া শহরের এক পঞ্চাশোর্ধ রিক্সাচালক রোডমার্চকারীদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলছিলেন, 'এমন প্রতিবাদ করে হবে না বাবারা, সরকারকে শক্ত করে চেপে ধরতে হবে'। কেউ কেউ হতাশার কথাও বলেছেন, যেমন পলাশবাড়ীর চায়ের দোকানে বসে থাকা এক বৃদ্ধ বলছিলেন, 'এগুলা করে কোনো লাভ হবে না, সরকার জনগণের কোনো কথাই শুনবে না, আপনাদের কোনো কথাও শুনবে না।' পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য এক বৃদ্ধ তার কথার প্রতিবাদ করে বলেছেন, 'তাহলে কি আমরা চুপ করে বসে থাকব? না বাবারা, তোমরা আন্দোলন চালিয়ে যাও, আমরা অন্তর থেকে এ আন্দোলন সমর্থন করি।' রংপুর শহরে পত্রিকার হকার আব্দুল হান্নান বললেন, 'আমাদের সরকারের কোনো জোর নেই। মন্ত্রী-এমপিরা তো মিটিং ঠিকই করছে ভারতের সাথে, কিন্তু জোর গলায় পানির দাবি করতে পারছে না।' রংপুরের স্টুডিও মালিক ইকবাল মনে করেন, বাংলাদেশের সব দলই ক্ষমতায় যাওয়ার জন্যে ভারতকে তোষামোদ করে। সে জন্যই মানুষ বঞ্চিত হয়। নীলফামারীর বড়ভিটায় সমাবেশ শুনতে আসা পঞ্চাশোর্ধ বয়সী কৃষক রবীন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'আমার জীবনে এত কম পানি তিস্তায় দেখি নি। কম আসছে, তাও কিছু না কিছু পানি আসছে। এইবার একেবারেই পানি নাই। পানির খালগুলো সব শুকিয়ে গেছে। আপনাদের প্রতিবাদে যদি কিছু কাজ হয়, যদি সরকারের হুঁশ হয়।'

রোডমার্চ শুরু হয় গত ৮ এপ্রিল ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে থেকে। ৮ এপ্রিল সকাল সাড়ে ৯টার দিকে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা-ভুক্ত বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মীরা সমবেত হতে শুরু করেন। সকাল ১০টায় রোডমার্চের উদ্বোধনী সমাবেশ শুরু হয়। বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমরেড অধ্যাপক আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, বিশিষ্ট জ্বালানি বিশেষজ্ঞ বি ডি রহমতউল্লাহ, পানি সম্পদ বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী ম. ইনামুল হক। এছাড়া উদ্বোধনী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ মোশরেফা মিশু, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহবায়ক হামিদুল হক, বাসদ (মাহ-বুব)-এর শ্যামল কান্তি দে, বাসদের ফখরুদ্দিন কবির আতিক প্রমুখ।

উদ্বোধনীর পর রোডমার্চের মিছিল প্রেসক্লাব থেকে হাইকোর্ট মোড় ঘুরে মৎসভবন মোড়ে গিয়ে গাড়িবহরসহ গাজীপুর অভিমুখে যাত্রা করে। বেলা দেড়টায় গাজীপুর চৌরাস্তায় বাসদ নেতা কমরেড জহিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে গাজীপুর চান্দনা চৌরাস্তায় একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। রোডমার্চ বহর বেলা তিনটার দিকে টাঙ্গাইল শহরে পৌঁছে এখন সেখানে টাঙ্গাইল মিল্কভিটা দুগ্ধ কারখানা প্রাঙ্গনে দুপুরের খাবার গ্রহণ করে। এরপর রোডমার্চ পুনরায় পথে নামে বগুড়ার উদ্দেশ্যে। পথে সিরাজগঞ্জের হাটিকুমরুল মোড়ে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

৮ এপ্রিল সন্ধ্যা সাতটার কিছু পরে রোডমার্চ বগুড়া পৌঁছায়। তিস্তা রোডমার্চকে স্বাগত জানাতে বগুড়ার সাতমাথায় এক সমাবেশের আয়োজন করে জেলা গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা। সাতমাথায় সমাবেশের মাধ্যমে রোডমার্চের প্রথম দিনের কর্মসূচি সমাপ্ত হয়। সাতমাথার সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জোটের সমন্বয়ক বাসদ নেতা সামছুল আলম দুলু, বক্তব্য রাখেন বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। সমাবেশ শেষে বগুড়ার বিভিন্ন স্কুলে রাত্রিযাপন করে মোর্চার নেতা-কর্মীরা।

৯ এপ্রিল সকালে সাতমাথায় এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে রোডমার্চ রংপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সকালের সমাবেশ শেষে মিছিল সরকারি আযিযুল হক কলেজের সামনে গিয়ে গাড়িবহরে যাত্রা করে। তিস্তা রোডমার্চ বেলা সাড়ে ১১টায় গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে পৌঁছায়। গোবিন্দগঞ্জ পৌর শহরের প্রধান সড়কে র‍্যালি শেষে পৌর শহরে থানা মোড়ে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বাম মোর্চার সমন্বয়ক রফিকুল ইসলাম রফিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, সাইফুল হক, মোশরেফা মিশু, জেনায়াদে সাকী, মোশারফ হোসেন নান্নু, হামিদুল হক, এড. শ্যামল কান্তি দে প্রমুখ। রোডমার্চ পলাশবাড়ী মহিলা কলেজে যাত্রাবিরতি দিয়ে দুপুরের খাবার গ্রহণ করে। এরপর বিকালে পলাশবাড়ী উপজেলা সদরের চৌমাথায় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ নেতা আহসানুল হাবীব সাঈদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নাসির উদ্দিন নাসু, ফয়জুল ইসলাম সবুজ, কামরুল আলম সবুজ ও আবু বকর রিপন।

তিস্তা রোডমার্চ ৯ এপ্রিল বিকেল ৫টায় রংপুর পায়রাচত্বরে পেঁছায় এবং সেখানে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি রংপুর জেলা শাখার সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমবেশে বক্তৃতা করেন বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক আব্দুস সাত্তার, কেন্দ্রীয় নেতা শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, সাইফুল হক, জোনায়েদ সাকি, মোশরেফা মিশু, হামিদুল হক, ইয়াসিন মিয়া, তৌহিদুর রহমান, পলাশ কান্তি নাগ প্রমুখ।

১০ এপ্রিল সকালে রংপুর থেকে যাত্রা করে রোডমার্চ বেলা সাড়ে ১২টায় পৌঁছায় নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলার বড়ভিটায়। এখানে পথসভা ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এরপর বিকেল ৩টায় নীলফামারীর জলঢাকা ট্রাফিক মোড়ে এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। বাম মোর্চার সমন্বয়ক অধ্যাপক আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে এ পথসভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির কেন্দ্রীয় নেতা কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, মোশরেফা মিশু, সাইফুল হক, জোনায়েদ সাকী, হামিদুল হক, ইয়াছিন মিয়া প্রমুখ। উভয় সমাবেশে আশেপাশের অঞ্চল থেকে সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করে। বিকাল ৪টায় রোডমার্চ পৌঁছায় ডিমলা উপজেলার চাঁপানীর হাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে। এখানে একটি সংক্ষিপ্ত সংহতি সমাবেশ করে রোডমার্চ তিস্তা ব্যারেজের ওপর দিয়ে লালমনিরহাট জেলায় প্রবেশ করে। লালমনিরহাটের হাতিবান্ধা উপজেলার দোয়ানীবাজারের রোডমার্চের সমাপনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

রোডমার্চের সমর্থনে মিছিল-সমাবেশ

তিস্তা থেকে ভারতের একতরফা পানি প্রত্যাহার এবং মহাজোট সরকারের নতজানু নীতির প্রতিবাদে এবং বিদ্যুতের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহারের দাবিতে ৪ এপ্রিল বিকাল সাড়ে ৪টায় বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিল গুলিস্তান, পল্টন, বায়তুল মোকাররম এলাকা প্রদক্ষিণ করে। জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য কমরেড উজ্জ্বল রায়, সাইফুজ্জামান সাকন ও কল্যাণ দত্ত।

শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী-সাংবাদিকদের সংহতি

ঢাকা-তিস্তা ব্যারেজ রোডমার্চের সমর্থনে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ৭ এপ্রিল বিকাল ৫টায় শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে এক সংহতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি সাইফুজ্জামান সাকনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক স্নেহাদ্রি চক্রবর্তী রিন্টুর পরিচালনায় এতে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট পানিসম্পদ বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী ম. ইনামুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তানজীম উদ্দিন খান, এড. সুলতানা আক্তার রুবি, একুশে টিভির সি-নিয়র সাংবাদিক সাজেদ রোমেল, যমুনা টিভির সিনিয়র সাংবাদিক সুশান্ত সিনহা, রাশেদ শাহরিয়ার, মাসুদ রানা।

সিলেট : ঢাকা-তিস্তা রোডমার্চের সাথে সংহতি জানিয়ে ১০ এপ্রিল বিকাল ৪টায় সিলেট জেলা বাসদের উদ্যোগে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি সিলেটের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে শুরু হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে সিটি পয়েন্টে সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি সিলেট জেলার সদস্য এড. হুমায়ুন রশীদ শোয়েব এবং পরিচালনা করেন সুশান্ত সিনহা সুমন। বক্তব্য রাখেন রনেন সরকার রনি, রেজাউর রহমান রানা প্রমুখ।

চট্টগ্রাম : বাসদ চট্টগ্রাম জেলা শাখার উদ্যোগে ঢাকা-তিস্তা রোড মার্চের সাথে সংহতি জানিয়ে আজ ১০ এপ্রিল বিকাল ৪টায় নিউমার্কেট থেকে স্টেশনরোড পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল ও রেলস্টেশন মোড়ে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন অপু দাশগুপ্ত, সফিউদ্দিন কবির আবিদ ও রফিকুল হাসান।

দোয়ানী বাজারে রোডমার্চের সমাপনী সমাবেশ

কৃষকদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে ২২ এপ্রিল রংপুর-দিনাজপুর-নীলফামারীতে স্মারকলিপি পেশ

তিস্তা প্রকল্পের আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ, বেকার ক্ষেতমজুরদের ১২০ দিনের কর্মসৃজন, আগামী আমন মৌসুম পর্যন্ত আর্মি দরে রেশন প্রদান এবং তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিতে ২২ এপ্রিল রংপুর, দিনাজপুর ও নীলফামারীতে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করবে বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি। গত ১২ এপ্রিল বেলা ১২টায় বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি রংপুর জেলা শাখা কর্তৃক জেলা বাসদ কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন দলের রংপুর বিভাগীয় কমিটির সংগঠক মঞ্জুর আলম মিঠু। এসময় উপস্থিত ছিলেন বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য কমরেড ওবায়েদুল-াহ মুসা, রংপুর জেলা বাসদ সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু, দিনাজপুর জেলা সমন্বয়ক রেজাউল ইসলাম সবুজ, রংপুর জেলা কমিটির সদস্য পলাশ কান্তি নাগ, আহসানুল আরেফিন তিতু। সংবাদ সম্মেলন থেকে উত্তরবঙ্গকে মরুকরণের হাত থেকে রায় তিস্তার পানি ন্যায্য হিস্যা আদায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও কৃষির স্বার্থ রক্ষায় সর্বস্তরের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানানো হয়।

এসকল দাবিতে গত ১৮ এপ্রিল সন্ধ্যায় পাগলাপীর বন্দরের গোলচত্বরে বাসদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তৃতা করেন বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি রংপুর জেলা শাখার সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু, জেলা কমিটির সদস্য পলাশ কান্তি নাগ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহবায়ক মনোয়ার হোসেন প্রমুখ। এছাড়া একই দাবিতে গত ১৬ এপ্রিল গঞ্জিপুরে ক্ষেতমজুর ও কৃষকদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শিশু কিশোর মেলার সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী

গত ১৮ এপ্রিল শিশু কিশোর মেলা রংপুর জেলার উদ্যোগে সদরের তামপাট ইউনিয়নের আজিজুল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের উপর সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মেলার সংগঠক হরিদাসের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি রংপুর জেলার সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু, আজিজুল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লুতফর রহমান, সহকারি প্রধান শিক্ষক সঞ্জিত কুমার, মেলার সংগঠক রোকনুজ্জামান রোকন, আবু রায়হান বকসি প্রমুখ। আলোচনা সভা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

গাজীপুর, ডিমলা ও বড়ভিটায় রোডমার্চকে স্বাগত জানাচ্ছে বাসদ নেতা-কর্মীরা

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অপার মহিমা!

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মরছে। মানুষ মরুক,
সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাক,
কিন্তু গণতন্ত্র চাই-ই।

এই গণতন্ত্রের নাম বুর্জোয়া গণতন্ত্র। বর্তমান দুনিয়ার বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মহিমা এখানে ওখানে নানা চেহারায় প্রস্ফুটিত হচ্ছে, সুবাস ছড়াচ্ছে। বাংলাদেশেও গণতন্ত্রের মহিমা উদ্ভাসিত – জনগণ ভোট না দিলেও শাসকরা নির্বাচিত এবং গণতান্ত্রিক! বুর্জোয়া গণতন্ত্রেরই আরেক মহিমা কীর্তন চলছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে খ্যাত আমাদের প্রতিবেশী ভারতে। সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রের সর্ববৃহৎ মহিমা – তার নাম মোদি!

নরেন্দ্র মোদির নামে জানে না এমন শিক্ষিত মানুষ বাংলাদেশে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। ভারতের আরো আরো রাজ্য আছে, গুজরাটের চেয়ে শিক্ষা-দীক্ষায়-সংস্কৃতিতে উন্নত, অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর রাজ্য আছে। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী নাম জানেন? কিংবা কর্ণাটকের? বাংলাদেশের গায়ে লেগে থাকা ত্রিপুরা কিংবা বিহারের? নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, আপনি জানেন না। কিন্তু নরেন্দ্র মোদির নাম আপনি জানেন। এই মোদি যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী, সেই ২০০২ সাল থেকেই তার নাম শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের সমস্ত দেশের শিক্ষিত সচেতন লোকেরা জানেন। কেন তার এই পরিচিতি? তার পরিচিতি ঘটেছিল খুনি হিসাবে! ২০০২ সালে তার নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছিল এই উপমহাদেশের ইতিহাসের এক বর্বরতম সাম্প্রদায়িক গণহত্যা। এই গণহত্যার নায়ক হিসাবেই মোদি মহোদয় সারা দুনিয়া জুড়ে পরিচিতি পেয়েছিলেন। গোধরা হত্যাকাণ্ডের সেই কসাই মোদিই আজ বাদে কাল বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন। সুতরাং. তার প্রচার-পরিচিতি কি আর সবার মতো হবে নাকি! ভারতের পত্র-পত্রিকা দরকার নেই, বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকা খুলে দেখুন না, মোদির নাম পাবেনই। আর যদি একটু কষ্ট করে ভারতের পত্র-পত্রিকা, টিভি চ্যানেলে চোখ রাখতে পারেন তাহলে তো কথাই নেই। নরেন্দ্র মোদিকে চিনতে আপনাকে আর একটুও বেগ পেতে হবে না। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। তিনি ভারতের চলমান ১৬তম লোকসভা নির্বাচনের একজন প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী। বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের তকমা আঁটা ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলোতে চোখ বুলান, এদের অনেকেই মোদিকে ইতোমধ্যে ‘গণতান্ত্রিক’ ভারতের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আখ্যায়িত করছেন!

পাঠক বুঝতেই পারছেন, গণতন্ত্রের অকুতোভয় লড়াকু সৈনিক হিসাবে মোদির এত প্রচার-প্রতিপত্তি, এত রমরমা নয়। চার্লি চ্যাপলিনের মসিয়ে ভের্দু সিনেমাটি দেখেছেন? ওই সিনেমায় বেশ কয়েকটি হত্যার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ভের্দু বলছে : “Wars, conflict, it's all business. One murder makes a villain. Millions a hero. Numbers sanctify.” মানে হল, যুদ্ধ-সংঘাত সবই ব্যবসা। একটা খুন কাউকে খলনায়ক বানায়, লক্ষ লক্ষ মানুষের খুনিরা হয় বীর এবং নায়ক – সংখ্যাই নির্ধারক। এই সংখ্যাই মোদিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে – খুনের সংখ্যা।

নরেন্দ্র মোদির দলের নাম ভারতীয় জনতা পার্টি, সংক্ষেপে বিজেপি। এই দলটি একটি উগ্র হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক দল। ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মোদির দল ছিল গুজরাট রাজ্যের ক্ষমতায়, মোদি মহোদয় ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মোদি সরকার এবং তার দলের নেতৃত্বে গুজরাটে স্মরণকালের ইতিহাসের ভয়াবহ এবং বর্বরতম সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছিল। নারীদের ওপর চালানো হয়েছিল নৃশংস অত্যাচার। গর্ভবতী নারীর পেট চিরে গর্ভের শিশুকে ত্রিশূলের মাথায় বিদ্ধ করে সেই ত্রিশূল নিয়ে প্রদর্শন করে বেড়িয়েছে মোদির অনুচরেরা। ওই সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসে খুন হয়েছিল দুই হাজারের বেশি মানুষ। মোদির নেতৃত্বে বিজেপি গুজরাটের ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে নৃশংস আক্রমণ চালিয়েছে। তার পর থেকেই ভারত ও ভারতের বাইরে মোদি একজন ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক চরিত্র, এক বর্বর কসাই, নৃশংস খুনি হিসেবে পরিচিত হয়েছে। ওই গণহত্যাই তাকে ‘গণতান্ত্রিক’ ভারতের রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।

বিজেপির হিন্দুত্ববাদ ও সাম্প্রদায়িকতা সভ্যতা, প্রগতি, মানবতা সমস্ত কিছুর চরম শত্রু হলেও ‘মহিমান্বিত’ গণতন্ত্রের স্বার্থে, বুর্জোয়া রাজনীতির বিরোধের স্বার্থে মোদির মতো কসাইদেরও গুরুত্ব তৈরি হয়। বুর্জোয়া গণতন্ত্র কি সুমহান বস্তু দেখুন – কয়েক হাজার মানুষের খুনিকেও সে সাদরে বরণ করে নিতে প্রস্তুত!

চমকে উঠছেন কেন? বুর্জোয়া গণতন্ত্র এত সংকীর্ণমনা নয়, সে অনেক উদার। বুর্জোয়া গণতন্ত্র তার তরীতে সবাইকে ঠাঁই দেয়, সাম্প্রদায়িক শক্তিকেও, গণহত্যাকারীকেও – যেমন দিয়েছে বাংলাদেশে জামাতে ইসলামীকে। মাত্র দুদিন আগে যে দলটির বিরুদ্ধে সারাদেশের লক্ষ কোটি মানুষ প্রবল ধিক্কার ও বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল, যে দলটিকে সঙ্গ দিতে গিয়ে দেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি জনগণ কর্তৃক ধিক্কৃত হয়েছিল, গত উপজেলা নির্বাচনে তাদেরকেই আবার কেমন করে পুনর্বাসিত করা হল। কারা করেছে? কি অদ্ভুত প্রশ্ন করছেন। স্বাধীনতার চেতনা বাস্তবায়ন কারী আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার, যাতে শরিক আছে বেশ কয়েকজন পাকা বাম! সারাদেশে প্রকাশ্যে গোপনে তারা জামাতের সাথে আপস-আঁতাত করেছে, সে খবর পত্রপত্রিকার মাধ্যমে সারা দেশ জেনেছে।

সারা দুনিয়ায় গণতন্ত্রের এমন উদাহরণ আরো পাবেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকেই তাকিয়ে দেখুন না কেন? বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সর্বোন্নত মডেল সে। গণতন্ত্র-প্রেমীদের কামনা-বাসনার ধন, তাদের স্বপ্ন-সাধনা! তেমন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যই তো আমাদের দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত, সমাজের বিবেক বলে পরিচিত বুদ্ধিজীবীর দল, সুশীলরা তারস্বরে চিৎকার করে চলেছেন। নিজের দেশের মাটিতে ভোটচুরি, ভোট জালিয়াতি তো আছেই, সারা দুনিয়ায় তাদের গুন্ডামির খবর কে না জানে? তবুও আমরা তাদের মতো গণতান্ত্রিক হতে চাই। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মডেল গ্রেট ব্রিটেনের দিকে তাকিয়ে দেখুন। দুনিয়া জুড়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দস্যুতার বিশ্বস্ত সহচর সে। আরো দেখতে চান? দুনিয়ার দিকে চোখ মেলে তাকান। এখন তো সমাজতন্ত্র ‘মৃত’! সোস্যালিজম-কমিউনিজম এসব ‘অচল মাল’! সমাজতন্ত্রে মত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই, ব্যক্তি স্বাধীনতা নেই, এবং আরো কি কি সব নেই! সমাজতন্ত্রের অনেক বদনাম। সমাজতন্ত্রের কথা ছাড়ুন, ওসব কথা যারা বলে তারা নিতান্ত মূর্খ! গণতন্ত্রই ধন্বন্তরী – জয় গণতন্ত্র! আর গণতন্ত্র মানেই ভোট – আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশি তাকে দেব, খুনিকেও দেব, মোদির মতো কসাইকেও দেব – ইত্যাদি ইত্যাদি। জনসংখ্যার কল্যাণে ভারত এখন বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রের দাবিদার। সেই সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রে এখন কসাই মোদির জয়জয়কার চলছে। মোদির উত্থানে গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক স্যেকুলার মানুষেরা হায় হায় করছেন। কিন্তু হায়! হায় হায় করে যদি বিপদ কাটতো তাহলো তো খুবই ভালো হত। শুকনো কথায় তো চিড়ে ভিজে না। আজ যারা হায় হায় করছেন, তারা কি একবারও ভেবেছেন, তারা নিজেরা কি করেছেন? শাসক দল কংগ্রেস দুর্নীতি-লুটপাটের পঙ্কে নিমজ্জিত। জনগণের ওপর এরা দুঃশাসন চাপিয়ে দিয়েছে। শাসকদের দুর্নীতি আর দুঃশাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রকামী অসাম্প্রদায়িক মানুষেরা কি রুখে দাঁড়িয়েছিলেন? গণআন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন? আন্দোলনকারী শক্তিগুলোর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন? তা তো তারা করেন নি। তারা বসে বসে অপেক্ষার প্রহর গুনেছেন। কবে ভোট আসবে, ভোটের বাক্সে তারা পরিবর্তন ঘটাবেন। ভারতের বামপন্থী দলগুলোর জোট হিসাবে পরিচিত বাম ফ্রন্টও জনগণকে গণআন্দোলনে সামিল করার পরিবর্তে ভোটের রাজনীতিতে টেনে নিয়ে যেতে ভূমিকা রেখেছে। এই পার্লামেন্টারি রাজনীতিতে পরিবর্তন তো বুর্জোয়া গণতন্ত্রের নিয়মেই হবে, তাই নয় কি? আমজনতা কি চাইল তাতে কি আসে যায়? বুড়ো আঙুল দিয়ে ব্যবস্থার পরিবর্তন হয় কি? উল্টো, ব্যবস্থাই আপনাকে বুড়ো আঙুল দেখায়।

ভোটের রাস্তায় জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়? দুনিয়ার কোথাও হয়েছে এমন নজির কেউ দেখাতে পারবেন? বুর্জোয়া গণতন্ত্রের নিয়মই এই। বুর্জোয়াদের এক শক্তি জনগণের কাছে প্রত্যাখ্যাত-ধিকৃত হলে তারা অন্য শক্তিকে সামনে এনে হাজির করে। ‘বিকল্প’ হাজির করে। বুর্জোয়াদের সৃষ্টি করা ওই ‘বিকল্প’কেই মানুষের মনে-মগজে গেঁথে দেয়ার জন্য মিডিয়াগুলোও উঠে-পড়ে লাগে। বুর্জোয়াদেরই কোনো না কোনো অংশ ‘বিকল্প’ হয়ে ওঠার জন্যে তক্কে তক্কে থাকে।

ভারতে যা হচ্ছে, বাংলাদেশে তার ব্যতিক্রম হবে এমনটা যদি কেউ মনে করেন, তিনি বোকার স্বর্গে বাস করছেন। (যদি বোকাদের জন্য স্বর্গ বলে সত্যি কিছু থাকে!) আমাদের এখানেও দুদিন পর পর ‘বিকল্প চাই’, ‘বিকল্প চাই’ রব ওঠে। কেউ কেউ ‘বিকল্প’ হওয়ার দাবি নিয়ে ঢোল-সহরৎ পেটাতে থাকেন। অনেকেই আশায় বুক বাঁধেন। কিন্তু বুর্জোয়া গণতন্ত্রে বিকল্প যে বুর্জোয়ারাই হয়, এ কথাটাই তারা ভুলে যান। শুধু তারা ভুলে গেলেও বাঁচা যেত। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে এনারা জনগণকেও অনেক কিছু ভুলিয়ে দেন। শুধু বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অপার মহিমাটাই ভুলতে দেন না। এই বুর্জোয়া গণতন্ত্রে আজ ভারতে মোদি’দের মহিমাকীর্তণ চলছে, কাল বাংলাদেশে জামাতের মহিকীর্তণও শুরু হতে পারে। এটাকে অসম্ভব ভাববেন না। বুর্জোয়া গণতন্ত্রে সবই সম্ভব, সে মোটেই সংকীর্ণ-চিত্ত নয়, অনেক অনেক উদার।

যুদ্ধ একটি ব্যবসা

(শেষ পৃষ্ঠার পর) বিক্রি বাড়িয়ে মার্কিন অস্ত্র ব্যবসায়ীদের মুনাফার ভাণ্ডার ভরিয়েছে, সেখানে মার্কিন সরকার নিয়োজিত ঠিকাদারদের ব্যবসা বাড়াবার সুযোগ করে দিয়েছে, ভাড়াটে সৈন্য হিসাবে কাজ পেয়েছে বহু কর্মহীন মার্কিন যুবক। দেশের সাধারণ মানুষের থেকে আদায় করা ট্যাক্সের বিপুল টাকা এভাবে যুদ্ধ ব্যবসায় ঢেলে নিজের দেশের অর্থনীতির বেহাল দশা কাটানোর চেষ্টা চালিয়েছিল মার্কিন সরকার। কিন্তু এই নৃশংস হানাদারির বিরুদ্ধে পৃথিবী জুড়ে প্রবল বিক্ষোভ হয়। বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে আমেরিকার মানুষও। তারা দাবি তোলে, যুদ্ধের পেছনে সরকারি অর্থ ব্যয় করা চলবে না। ২০১১ সাল থেকে সেনা প্রত্যাহার শুরু করে আমেরিকা। মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরও বেসরকারি প্রতিরক্ষা কোম্পানিগুলোর ইরাকে নিয়োগ বন্ধ করতে বাধ্য হয়। বন্ধ হয়ে যায় ইরাকের পেছনে মার্কিন বাজেটের টাকা খরচ। কিন্তু তাতে মার্কিন যুদ্ধ ব্যবসায় এতটুকু ঘাটতি পড়েনি। ব্যবস্থাটা শুধু উল্টে গেছে। এতদিন মার্কিন নাগরিকদের থেকে আদায় করা টাকা আমেরিকার সরকার খরচ করত ইরাকে যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহ করতে, এখন ইরাক সরকার নিজের দেশের টাকা ঢালছে সেই সব মার্কিন যুদ্ধ সরঞ্জামের পেছনেই। পাশাপাশি আমেরিকার বেসরকারি সামরিক ঠিকাদাররাও ইরাক থেকে প্রচুর মুনাফ কামাচ্ছে। ট্রিপস ক্যানোপি, ডাইনকর্প ইন্টারন্যাশনালের মতো বেসরকারি মার্কিন সামরিক কোম্পানিগুলোর সাথে ইরাক সরকারের কয়েকশো কোটি ডলারের চুক্তি হয়েছে আগামী কয়েক বছরের জন্য। ইরাক সরকার ৬০০ কোটি ডলারের সামরিক সরঞ্জাম কিনছে আমেরিকার কাছ থেকে। আবার সেইসব সামরিক সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইরাক সরকারের সঙ্গে চুক্তির ভিত্তিতে খুব শিগগিরই দুশোরও বেশি মার্কিন ঠিকাদারের সে দেশে হাজির হওয়ার কথা।

আমেরিকারই বিদেশ-নীতি সংক্রান্ত একটি পত্রিকা বিশাল মাপের বেসরকারি প্রতিরক্ষা কোম্পানি ট্রিপল ক্যানোপির সাথে কথা বলে জানিয়েছে, মার্কিন ঠিকাদাররা নিজেদের উদ্যোগেই আপাতত বেশ কিছুদিন ইরাকে তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাবে। কি করবে ঠিকাদারী কোম্পানিগুলো? ইরাক সরকার আমেরিকা থেকে আগে যেসব যুদ্ধ সরঞ্জাম, যানবাহন কিনেছিল, মূলত সেগুলোর রক্ষনাবেক্ষণ করাই এদের কাজ। অর্থাৎ মার্কিন সেনা ইরাক থেকে দেশে ফিরে গেলেও মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র ও ঠিকাদারদের সে দেশ থেকে মুনাফা লোটার কাজ আপাতত চলতেই থাকবে।

প্রথমে হানাদারি চালিয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম একটি দেশের সম্পদ যতটা পারা যায় লুটপাট করা এবং তারপর সে দেশটিকে নানা ভাবে নিজের ওপর নির্ভরশীল করে তুলে সেখান থেকে দেদার মুনাফা লুটতে থাকা – মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই চেনা ষড়যন্ত্র ইরাকের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সফল। যুদ্ধ ছাড়া সাম্রাজ্যবাদীদের বাঁচার উপায় নেই – তাই এভাবেই দেশে দেশে যুদ্ধ বাধিয়ে তা থেকে ফায়দা লুটে নিজের অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখে আমেরিকার মতো সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো। তাই আমেরিকার সামরিক শিল্প এবং বেসরকারি প্রতিরক্ষা কোম্পানিগুলির জিভ এখন লকলক করছে ইরাক থেকে বিপুল মুনাফা লোটার লোভে। যুদ্ধ যে একটা ব্যবসা, সে কথা হাড়ে হাড়ে বুঝতে হচ্ছে ইরাকের মানুষকে। [সাপ্তাহিক গণদাবী, ১৮ এপ্রিল ২০১৪]

সীতাকুন্ডে জাহাজভাঙ্গা ইয়ার্ডে চার শ্রমিকের মৃত্যুর সাথে জড়িত মালিকের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই

বাংলাদেশের শ্রমিক ফেডারেশন চট্টগ্রাম জেলা শাখার সভাপতি অপু দাশগুপ্ত ৪ এপ্রিল এক বিবৃতিতে, গতকাল সীতাকুন্ডে কদমরসুল এলাকায় আরেফিন এন্টারপ্রাইজ নামের ইয়ার্ডে জাহাজ কাটার সময় গ্যাস বিষক্রিয়ায় ৪ জন শ্রমিকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও শ্রমিক হত্যার সাথে জড়িত ইয়ার্ড মালিককে গ্রেফতার সহ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জোর দাবি জানান। বিবৃতিতে বলা হয়, সীতাকুন্ড শীপইয়ার্ড দুর্ঘটনায় শ্রমিক নিহত হওয়ার ঘটনা নতুন কিছু নয়। গতবছর এরকম ১০টি ঘটনা ঘটে। এত পাঁচজন শ্রমিক মারা যান। ২০১২ সালে দুর্ঘটনায় মারা যান ১৪জন শ্রমিক। ২০১১ সালে দুর্ঘটনায় মারা যান অন্তত ১২জন শ্রমিক। আর আহত, অগ্নিদগ্ধ হয়েছে শত শত শ্রমিক। অথচ বিগত সময়ে এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত মালিকদের বিরুদ্ধে কোনোরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। অন্যদিকে এই শ্রমিকদের হাড়ভাঙ্গা খাঁটুনিতে আজকে একটি লাভজনক শিল্প হিসেবে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু নির্মম সত্য হলো যারা এই শিল্পকে লাভজনক করে তুলেছে, তাদের নিরাপত্তার জন্য সরকার ও মালিকগোষ্ঠী আজও পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।পরিবেশ ছাড়পত্র ছাড়া, সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ছাড়াই এই শিল্পে হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করে যাচ্ছে।আর প্রতিদিন মৃত্যুর মিছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে।

বিবৃতিতে অবিলম্বে এই হত্যাকাণ্ডের সর্বোচ্চ বিচার নিশ্চিত করার জন্য সরকার ও প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হয়। অন্যথায় শীপইয়ার্ড শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

২৪ এপ্রিল শ্রমিক গণহত্যা দিবস পালন করুন

বাংলাদেশের শ্রমিকদের আগুনে পুড়ে মরা, ভবন ধসে মরা, না খেয়ে মরা এখন নিত্যদিনের ঘটনা। গতবছর ২৪ এপ্রিল ’১৩-তে সাভারে রানা প্লাজায় ভবন ধসে সরকারি হিসাবে ১১৩২ জন (বাস্তবে এ সংখ্যা আরো অনেক বেশি) শ্রমিক গণহত্যার শিকার হয়েছে। এর পূর্বেও তাজরিন ফ্যাশন্স-স্পেকট্রামসহ বিভিন্ন কারখানায় আগুনে পুড়ে, ভবন ধসে শ্রমিক মরেছে। এসব শ্রমিক গণহত্যার কোনো বিচার আজ পর্যন্ত হয়নি, শ্রমিকরা ক্ষতিপূরণ পায়নি, শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি পায়নি।

শ্রমিকের জীবন ও কাজের নিরাপত্তা, ন্যায্য মজুরি ও ট্রেডইউনিয়নের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এগিয়ে আসুন

২৪ এপ্রিল গাজীপুর-রানা প্লাজা পদযাত্রা

সকাল ৯টায় গাজীপুর চৌরাস্তায় সমাবেশ ও পদযাত্রা শুরু > ১০টায় কোনাবাড়ীতে পথসভা > ১১টায় কাশিমপুরে পথসভা > ১২টায় জামগড়ায় পথসভা > ১টায় বাইপাইলে পথসভা > ৩টায় নবীনগরে পথসভা > ৫টায় রানা প্লাজায় সমাবেশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালকে বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠেছে আন্দোলন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) এ পরিস্থিতিতে যেখানে হাসপাতালটির আরো সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন প্রয়োজন তার পরিবর্তে একে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে সরকারি বরাদ্দ হ্রাসের পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

২০০৯ সালের পূর্ব পর্যন্ত সরকারি হাসপাতালগুলোতে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেয়া হতো। ২০১০ সালে দেশের সকল সরকারি হাসপাতালগুলোতে বিশ্ব ব্যাংকের পরামর্শে স্বাস্থ্যসেবার ২৩ ক্যাটাগরির ৪৭০টি আইটেমের উপর ইউজার ফি-এর নামে ব্যয় বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে। ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যসেবা থেকে রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ সংকুচিত করার পরিকল্পনা থেকেই এ ধরনের জনবিরোধী পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্য খাতকে বেসরকারিকরণ-বাণিজ্যিকীকরণ এর দিকে ঠেলে দিয়ে ব্যবসায়ীদের মুনাফা লুটার ক্ষেত্রে পরিণত করা হচ্ছে। দেশের ধনীরা, বড় বড় রাজনৈতিক দলের নেতারা কেউই অসুস্থ হলে দেশে চিকিৎসা করে না, তারা ছুটে যায় সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক, আমেরিকায়। কিন্তু দেশের শ্রমিক, কৃষক, গরিব শ্রমজীবী মানুষের একমাত্র উপায় সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলো। প্রতি বছর স্বাস্থ্য খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ না দিয়ে নানা অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানো হচ্ছে। চলতি অর্থ বছরে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল জাতীয় বাজেটের মাত্র ৪.২৬%। দেশে বিভিন্ন সেবা খাতসমূহ থেকে সরকারি বরাদ্দ সংকুচিত করা হচ্ছে 'টাকা নেই' বলে, অথচ ঋণখেলাপিরা দেশের প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে সেগুলো উদ্ধারে কোনো তৎপরতা নেই। একের পর এক সরকারি ব্যাংকসমূহ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা জালিয়াতি করার মাধ্যমে জনগণের অর্থ লুটপাট করা হয়েছে। সেগুলো উদ্ধারের ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ সরকারের তরফ থেকে নেয়া হচ্ছে না, উল্টো অর্থমন্ত্রী বলছেন 'ব্যাংক জালিয়াতি হওয়াতে উপকার হয়েছে, সর্তক হওয়া যাবে'! এভাবে রাষ্ট্র জনগণের যে ট্যাক্সের টাকায় চলে তা জনকল্যাণে ব্যয় না করে হরিলুট করা হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় করার প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, চমেক-কে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে করা হবে, হাসপাতাল নিয়ন্ত্রণ করবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, হাসপাতালের যাবতীয় ফি নির্ধারণ করবে বিশ্ববিদ্যালয়। যেহেতু সরকারি বরাদ্দ ও সুযোগ-সুবিধাসমূহ হ্রাস পাবে সেক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হবে মূলত অভ্যন্তরীণ আয়ের মাধ্যমে। এ আয় বৃদ্ধি করা হবে সাধারণ রোগীদের উপর বিভিন্ন ইউজার ফি বৃদ্ধি করার মাধ্যমে। বিভিন্ন রকমের টেস্টের জন্যও উচ্চমূল্যে ফি দিতে হবে। বলা হয়েছে, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসাপতালের বর্তমান বার্ষিক ব্যয় (২০১০-'১১) সব মিলিয়ে প্রায় ৫৪ কোটি টাকা। আয় হলো প্রায় সাড়ে ৪ কোটি টাকা। অবশিষ্ট টাকা সরকারী বরাদ্দ থেকে আসে। প্রস্তাবনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ের উৎস হিসেবে বারবার বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বা পিজির উদাহরণ দেয়া হয়েছে। বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে যেসব সেবা দেয়া হয় তা বন্ধ করে যদি পিজির অনুকরণে সেবামূল্য আদায় করা হয় তবে আয় দাঁড়াবে প্রায় ৬০ কোটি টাকা। অর্থাৎ বর্তমানের চেয়ে ১৫ গুণ অতিরিক্ত টাকা আয় করতে হবে। বলা হয়েছে, শুরুর দিকে এ আয় কম হলেও কয়েক বছরের মধ্যেই এ টাকা আয় করা সম্ভব। তখন সরকারকে আর কোনো টাকা দিতে হবে না। প্রস্তাবনায় বিনামূল্যে আইসিইউ সেবা বন্ধ (বর্তমানে চমেক হাসপাতালে এর কোন মূল্য নেয়া হয় না, পিজিকে অনুসরণ করলে প্রতি রোগীকে প্রতিদিন দিতে হবে ১১,০০০ টাকা), বিনামূল্যে অপারেশন বন্ধ (এতে রোগীকে অপারেশনের জন্য দিতে হবে কমপক্ষে ৫,০০০ টাকা), ক্যান্সারের জন্য রেডিওথেরাপি সেবা, এক্সচেঞ্জ ট্রান্সফিউশন সেবাসহ বিদ্যমান বিনামূল্যের বা স্বল্পমূল্যের সব সেবা বন্ধ করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। স্বল্প মূল্যের প্রতিটি ডায়াগনস্টিক টেস্টের মূল্য বাড়বে ক্ষেত্র বিশেষে তিন থেকে চারগুণ।

এছাড়া মেডিকেল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার পর ছাত্রদের ভবিষ্যতও সংকটে পড়বে। কারণ বর্তমানে কলেজে এমবিবিএস কোর্স ছাড়াও এখানে ৩৪টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স চালু আছে। শিক্ষকদের প্রধান দায়িত্ব এমবিবিএস কোর্সের ছাত্রদের পড়ানো। কিন্তু সরকারি আদেশে তারা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ছাত্রদের পড়ান বেতন ছাড়াই বাড়তি দায়িত্ব হিসেবে। বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পর শিক্ষকদের দায়িত্ব থাকবে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ছাত্রদের পড়ানো, এমবিবিএস ছাত্রদের তারা পড়াতেও পারেন, নাও পড়াতে পারেন।

১৯৮০-'৮১ সালে পিজিতে এমবিবিএস চালু হয়েছিল। কিন্তু '৮১ সালে দ্বিতীয় ব্যাচের ছাত্র ভর্তির পর তা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং ছাত্রদের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে পাঠিয়ে দেয়া হয়। কারণ একই সাথে এমবিবিএস ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স চালু রেখে উভয় কোর্সে সমানভাবে শিক্ষার মান রক্ষা করা সম্ভব

হচ্ছিল না। ফলে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় হলে এখানেও এমবিবিএস কোর্স বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা থেকে যায়। কারণ প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, এমবিবিএস কোর্সে ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে সরকারের অন্য কোনো নির্দেশনা না থাকলে পিজির নীতিমালা অনুসরণ করা হবে। অর্থাৎ এমবিবিএস কোর্সে ছাত্র ভর্তি করানো হবে না। ফলে দেশের সাধারণ মানুষের সন্তানদেরকে ভর্তি হতে হবে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে। এবং যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েটের জন্য ভর্তি হবেন তাদেরকেও উচ্চ ফি দিয়ে ভর্তি হতে হবে। এক কথায়, মেডিকেল শিক্ষা গ্রহণের পথ সাধারণ জনগণের জন্য রুদ্ধ হয়ে এটাও ব্যবসায়ীদের মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে পরিণত হবে। এই জনস্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনগণের মতামতের তোয়াক্কা না করে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালকে বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণার নামে জনস্বাস্থ্য অধিকার হরণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে চট্টগ্রামে বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ডা. মাহফুজুর রহমানকে আহ্বায়ক ও প্রগতিশীল চিকিৎসক ফোরাম চট্টগ্রাম-এর আহ্বায়ক ডা. সুশান্ত বড়ুয়াকে সদস্য সচিব করে ২১ সদস্যবিশিষ্ট 'জনস্বাস্থ্য অধিকার রক্ষা কমিটি' গঠন করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে একটি মতবিনিময় সভা গত ৪ এপ্রিল বিকাল ৪টায় চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ডা. মাহফুজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন শহীদ জায়া বেগম মুশতারী শফি, চট্টগ্রাম আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি এড. সালাউদ্দিন হায়দার সিদ্দিকী, ডা. সুভাষচন্দ্র সূত্রধর, প্রকৌশলী সুভাষচন্দ্র বড়ুয়া, বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি চট্টগ্রাম জেলা শাখার আহ্বায়ক মানস নন্দী, গণসংহতি আন্দোলনের সমন্বয়ক হাসান মারুফ রুমী, কাউন্সিলর ও বাসদ নেত্রী জান্নাতুল ফেরদাউস পপি, ডা. চন্দন দাশ, বাসদ সমন্বয়ক মহিন উদ্দিন, বাংলাদেশ নার্সেস এসোসিয়েশন এর সাধারণ সম্পাদক রতন দে প্রমুখ। সভা সঞ্চালনা করেন ডা. সুশান্ত বড়ুয়া।

সভায় বক্তাগণ বলেন, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালকে বিশ্ববিদ্যালয় করার ঘোষণা চট্টগ্রামবাসিকে একদিকে আনন্দিত করেছে, আবার অপরদিকে শংকিত করে তুলেছে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণার প্রস্তাবনায় যেসব শর্তাবলী উলে-খ করা হয়েছে তাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এখানে সাধারণ গরীব-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত জনগণের চিকিৎসা সেবা নেয়া কঠিন হয়ে পড়বে। সভায় প্রস্তাব করা হয়, জনস্বার্থে চিকিৎসা সেবা অক্ষুণ্ন রাখতে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালকে সরকারের অধীনে বর্তমানের মতো রেখে শুধুমাত্র পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সসমূহ নিয়ে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে পর্যাপ্ত গবেষণার সুযোগসহ আলাদা আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতাল সমৃদ্ধ একটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হোক। সভায় বক্তারা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষণা নিয়ে অস্পষ্টতা নিরসন করতে অবিলম্বে চট্টগ্রামের জনপ্রতিনিধি, সব শ্রেণী-পেশার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি মতবিনিময় সভা আয়োজন করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

'জনস্বাস্থ্য অধিকার রক্ষা কমিটি'র ডাকে গত ৯ এপ্রিল বিকাল ৪টায় চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব চত্বরে চট্টগ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীপেশার নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির আহ্বায়ক ডা. মাহ্ফুজুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব ডা. সুশান্ত বড়ুয়ার সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নগর পরিকল্পনাবিদ প্রকৌশলী সুভাষ বড়ুয়া, কাউন্সিলর জান্নাতুল ফেরদাউস পপি, বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারি সমন্বয় পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোবাশ্বের হোসেন, চমেক হাসপাতাল কর্মকর্তা কর্মচারি সমন্বয় সংগ্রাম পরিষদের সভানেত্রী রুমানা আক্তার, বিপ্লবী ওয়ার্কাস পার্টি জেলা সভাপতি রাজা মিয়া, বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির জেলা সদস্য সচিব অপু দাশগুপ্ত, গণসংহতি আন্দোলনের জেলা সমন্বয়কারী হাসান মারুফ রুমি, বাসদ জেলা সমন্বয়ক মহিনউদ্দীন, ভাসানী ফাউন্ডেশনের সভাপতি সিদ্দিকুল ইসলাম, জাসদ দক্ষিণ জেলা সভাপতি নুরুল আলম মন্টু, নারীমুক্তি কেন্দ্রের আসমা আক্তার, এড. বিশুময় দেব।

আন্দরকিল্লায় সমাবেশ ও গণস্বাক্ষর সংগ্রহ

জনস্বাস্থ্য অধিকার রক্ষা কমিটির উদ্যোগে ১৯ এপ্রিল বিকেল সাড়ে ৪টায় আন্দরকিল্লা মোড়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালকে বিশ্ববিদ্যালয় করার প্রতিবাদে সমাবেশ ও গণস্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। জনস্বাস্থ্য অধিকার রক্ষা কমিটির আহ্বায়ক বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষক ডা. মাহফুফুজুর রহমান এর সভাপতিত্বে ও কমিটির সদস্য সচিব ডা. সুশান্ত বড়ুয়ার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিপ্লবী ওয়ার্কাস পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নাসিরউদ্দীন নাসু, বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির চট্টগ্রাম জেলা সদস্য সচিব অপু দাশগুপ্ত, গণসংহতি আন্দোলনের চট্টগ্রাম জেলার সমন্বয়কারী হাসান মারুফ রুমী, বাসদ চট্টগ্রাম জেলা সমন্বয়ক মহিন উদ্দীন, সিটি কর্পোরেশন কাউন্সিলর জান্নাতুল ফেরদাউস পপি, বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় সভাপতি সীমা দত্ত,জনস্বাস্থ্য অধিকার রক্ষা কমিটির সদস্য জাহেদুল ইসলাম সবুজ, বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের সহ-সাধারণ সম্পাদক আসমা আক্তার, বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নেতা নিজাম উদ্দীন, এড. সফিউদ্দীন কবির আবিদ। সমাবেশ চলাকালীন বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা বাতিলের দাবিতে আন্দরকিল্লা মোড়ে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ হয়। বিপুল পরিমাণ জনগণ গণস্বাক্ষর কর্মসূচিতে স্বাক্ষর দেয়।

লাক্কাতুরা বাগানের শ্রমিকদের উচ্ছেদ আয়োজনের প্রতিবাদ

(শেষ পৃষ্ঠার পর) সিলেটের নব নির্মিত বিভাগীয় স্টেডিয়াম লাক্কাতুরা চা বাগানে অবস্থিত। লাক্কাতুরা চা বাগানে বিভাগীয় স্টেডিয়াম নির্মানকালে ৩০টি শ্রমিক পরিবারকে তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হলেও এখনও পর্যন্ত কোন ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়নি। শুধু তাই নয়, আরও ১৩টি পরিবারকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে বিভাগীয় স্টেডিয়ামের রাস্তা সম্প্রসারনের নামে। বিভাগীয় স্টেডিয়ামের পূর্ব প্রান্ত অর্থাৎ শ্রমিকদের বসবাসের জায়গার উপর দিয়ে রাস্তা নির্মানের জন্যে ভাঙ্গা হচ্ছে শ্রমিকদের ঘরবাড়ি, কেটে নেয়া হচ্ছে শ্রমিকদের লাগানো বিভিন্ন গাছপালা। অথচ স্টেডিয়ামের পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে রাস্তা নির্মান করলে এই সমস্যার কোনটিই ঘটতো না। একদিকে বিভাগীয় স্টেডিয়ামের ফলে শ্রমিকরা তাদের ভূমি থেকে যেমন উচ্ছেদ হচ্ছেন, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক কোম্পানি শেভরন ইতিমধ্যে বাগানের পূর্ব প্রান্তের জমি দখল করে নিয়েছে। সম্প্রতি জেলা ক্রীড়া সংস্থা স্টেডিয়ামকে আধুনিকীকরণের আরও যে পরিকল্পনা নিয়েছেন তা বাস্তবায়ন করতে হলে লাক্কাতুরার সবগুলো শ্রমিক পরিবারকেই উচ্ছেদ হতে হবে। অথচ এখন পর্যন্ত কোনো পুনর্বাসন কিংবা ক্ষতিপূরণের পরিকল্পনা শ্রমিকদের সামনে হাজির করা হয়নি। চা শিল্পের আইন অনুযায়ী বাগানের জমিতে অন্য কিছু করার সুযোগ নেই। ফলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে লাক্কাতুরা চা বাগান বাস্তবে থাকবে কি? চা শিল্পের বাস্তব অবস্থার কারনেই বাগানে চা শ্রমিকদের অবস্থান অবশ্যম্ভাবি। তাই যে দিন থেকে চা বাগান আছে সেদিন থেকে চা শ্রমিকরাও সেখানে বসবাস করছেন, অর্থাৎ দেড়'শ বছর থেকে শ্রমিকরা বাগানে অবস্থান করছেন। কিন্তু স্বাধীন দেশে ৪২ বছর পরও অর্জিত হয় নি তাদের ভূমির অধিকারটুকু। ফলে চা-শ্রমিকদের এই ভূমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া মানে এদেশের কোথাও তাদের মাথা গুজার জায়গা থাকবে না। এই পরিস্থিতি থেকে চা শ্রমিকদের রক্ষার জন্য ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিকদের পুনর্বাসনের জন্যে নতুন বাড়ী নির্মাণ ও ১ লক্ষ টাকা নগদ ক্ষতিপূরণ প্রদান, বাগানের জমি অন্য খাতে বরাদ্দ বন্ধ, বাগানকে কেন্দ্র করে সকল সিদ্ধান্ত লিখিত আকারে শ্রমিকদের সামনে ঘোষণা করা, বিভাগীয় স্টেডিয়ামের নানা কর্মক্ষেত্রে চা-শ্রমিক ও বাগানের যুবকদের যোগ্যতা ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া এবং শ্রমিকদের ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার দাবি জানান।

রাস্তা ও সেতুর উপর নতুন আরোপিত টোল সেবার পরিবর্তে জনগণের উপর চাবুক

(শেষ পৃষ্ঠার পর) ইত্যাদি দখলের মাধ্যমে সরকারি দলের নেতা-কর্মীদের পকেট ভারী করার ব্যবস্থা করা হবে, ফলে চাঁদাবাজি ও নৈরাজ্য বাড়বে। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, টোল আদায় করে সেবার মান বৃদ্ধির কথা বলা হচ্ছে, অথচ জনগণ সরকারি কোষাগারে যে ট্যাক্স দেয় সেই অর্থ দিয়েই এতদিন সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন করা হয়েছে। এখন জনগণের অর্থে নির্মিত সড়ক-সেতুসহ যোগাযোগ অবকাঠামোকে সরকার ধাপে ধাপে, খণ্ড খণ্ডভাবে বেসরকারিখাতে ছেড়ে দিতে চায়। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই টোল আরোপের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যাতে ভবিষ্যতে পুঁজিপতিরা সড়ক-সেতু নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে বিনিয়োগ করে বিনিময়ে জনগণের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে মুনাফা লুটতে পারে। এভাবে, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-যোগাযোগ-বিদ্যুৎ-গ্যাস-পানিসহ যা কিছু অপরিহার্য সেবা জনগণের অধিকার হিসেবে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে দিতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল তা থেকে সরে এসে এসব সেবাখাত বেসরকারি ও বাণিজ্যিকীকরণ করে ব্যবসায়ীদের মুনাফা লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে পরিণত করছে। বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীদের অনুসৃত বেসরকারিকরন-উদারীকরণ-বিশ্বায়ন নীতিকেই বাংলাদেশের ধনিকশ্রেণীর স্বার্থক্ষাকারী শাসক দলগুলো এভাবে বাস্তবায়ন করছে। এইসব গণবিরোধী নীতি ও পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী গণবিক্ষোভ বাড়ছে। কিছুদিন আগে ব্রাজিলে ভাড়াবৃদ্ধি ও সরকারি পরিবহন ব্যক্তিখাতে দেয়ার প্রতিবাদে বিরাট আন্দোলন হয়েছে। বাংলাদেশেও গায়ের জোরে ক্ষমতাসীন মহাজোট সরকার কর্তৃক জনমতকে উপেক্ষা করে নেয়া এসব স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপকে প্রতিহত করতে হলে শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই।

প্রমাণ দিচ্ছে ইরাক

যুদ্ধ একটি ব্যবসা

ইরাকে ব্যবসা জমে উঠেছে আমেরিকার অস্ত্র ব্যবসায়ী আর ঠিকাদারদের।

আল কায়দা সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় ইরাক এখন বিধ্বস্ত। প্রতিদিন সেখানে প্রাণ হারাচ্ছেন গড়ে ৭০-৮০ জন মানুষ। জঙ্গিদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে ইরাক সরকারের প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন হচ্ছে। এবং ইরাকের নুরি আল মিলিকি সরকার এসব কিনছে আমেরিকা থেকে। মার্কিন ঠিকাদার আর ভাড়াটে সেনাদেরও তারা নিয়োগ করছে বিরাট সংখ্যায়। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের হিসাবে, ইরাকে নিযুক্ত ৫ হাজার যুদ্ধ সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষক, সামরিক প্রশিক্ষক, অনুবাদক, নিরাপত্তা রক্ষক কিংবা রাঁধুনির মধ্যে হাজার দুয়েকই মার্কিনি। অর্থাৎ ইরাক সরকার এখন জঙ্গি হানাদারি ঠেকাতে আমেরিকার ওপরেই নির্ভর করে রয়েছে।

অথচ এই সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকাই, প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র মজুত করেছেন, এই মিথ্যা অজুহাতে ব্রিটেনসহ বেশ কয়েকটি স্যাঙাৎ দেশকে সঙ্গে নিয়ে ২০০৩ সালে বর্বর আগ্রাসন চালিয়েছিল সার্বভৌম ইরাকের ওপর। নারী-শিশুসহ ইরাকের হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে হত্যা করে গোটা দেশটাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে একটা পুতুল সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিয়েছে এরা। একেই মার্কিন-ব্রিটেন জোট গণতন্ত্রের জয় বলে দেখিয়েছে। কিন্তু ইরাকে আজ বাস্তবে চলছে চরম নৈরাজ্য। শিয়া-সুন্নি বিরোধ উসকে দিয়ে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী আল কায়দা এখন ইরাকে তাদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করছে। নির্বিচারে হত্যা করছে সাধারণ নাগরিক থেকে বিরুদ্ধবাদীদের। একে রুখতে পারে এমন ক্ষমতা মালিকি সরকারের নেই। ক্রমাগত আরও বেশি করে এই সরকার নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে আমেরিকার অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সাহায্যের ওপর। ফলে পোয়া বারো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের। ইরাকে হানাদারির পিছনে সেখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষ করে খনিজ তেলের ওপর দখলদারি কায়েম করার পাশাপাশি মার্কিন অর্থনীতিকে চাঙ্গা করাও ছিল সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার অন্যতম উদ্দেশ্য। এবার যুদ্ধবিধ্বস্ত ও প্রশাসনিক ভাবে দুর্বল ইরাককে তারা ব্যবহার করছে মার্কিন যুদ্ধ-ব্যবসার লোভনীয় খরিদ্দার হিসেবে।

ইরাক যুদ্ধ নানাভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষা করেছে। অস্ত্রশস্ত্রের *(ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

উপাচার্য পরিষদের সভায় ছাত্ররাজনীতি বন্ধের নীতিহীন সুপারিশ

বুর্জোয়া ছাত্রসংগঠনগুলোর সন্ত্রাসের দায় ছাত্রসমাজের নয়

গত ৬ এপ্রিল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পরিষদের বৈঠকে উপাচার্যবৃন্দ ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি বন্ধের সুপারিশ করেছেন। সম্প্রতি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিতিশীল পরিবেশ, বিশেষত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠিত হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে তাঁদের উদ্বেগ প্রকাশ করে এই সুপারিশ করেছেন। তাঁদের এই উদ্বেগ ছাত্রসমাজ ও গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন বিবেকবান মানুষকেই আরো উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। গণতান্ত্রিক মহলের উদ্বেগ এই জন্যে যে, ছাত্ররাজনীতি ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে এক করে দেখিয়ে বিভ্রান্তির ধোঁয়াশা তৈরি করা হচ্ছে। ক্ষমতাসীন ছাত্রসংগঠনের চাঁদাবাজী-টেন্ডারবাজী-দখলদারিত্ব, হলের গেস্ট রুমে টর্চার সেলে ছাত্রদের নির্যাতন তো তাদের নৈমিত্তিক কাজে পরিণত হয়েছে। যে উপাচার্যবৃন্দ আজ ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি বন্ধের সুপারিশ করছেন, তাঁদের নাকের ডগায়ই তো প্রতিদিন এ রকম ভয়াবহ নির্যাতন চলছে। এর বিরুদ্ধে তারা কোনো পদক্ষেপ নিয়েছেন কি? নেন নি। বরং তাঁদের আশ্রয়-প্রশ্রয়েই এ অপশক্তি বেড়ে উঠেছে। স্বাধীন মতপ্রকাশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক পরিবেশকে বিঘ্নিত করছে। এদের স্বার্থের সংঘাতে কত প্রাণ অকালে ঝরেছে তার ইয়ত্তা নেই। বুর্জোয়া রাজনীতি কত নৃশংস আর নির্মম হতে পারে, তার সর্বশেষ নজির নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় বন্ধুকে খুন। এই হত্যা-খুনকে কোনও মানুষ কি রাজনীতি বলবেন, নাকি সন্ত্রাস?

হত্যা-খুন-সন্ত্রাসের কারণ উদ্ঘাটন না করে টোটকা চিকিৎসা হিসাবে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের সুপারিশ কতটা সমীচীন? ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করাই যদি সমাধান হতো তাহলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ থাকা অবস্থায়ই ছাত্রলীগ নেতা রুস্তমের হত্যাকাণ্ড ঘটল কীভাবে? ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েও রাজনীতি নিষিদ্ধ। সেখানে কেন দীর্ঘদিন ধরে অচলাবস্থা বিরাজ করছে? এ দেশে সাধারণ আইন আছে, আইনের ধারাতেই সন্ত্রাসী-অপরাধীদের বিচার হওয়া উচিত। তা না করে বুর্জোয়া *(চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

১৫ এপ্রিল ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত আলোচক ও শ্রোতাদের একাংশ

স্টেডিয়াম সম্প্রসারণের নামে লাক্কাতুরা বাগানের শ্রমিকদের উচ্ছেদ আয়োজনের প্রতিবাদ

বিভাগীয় স্টেডিয়াম সম্প্রসারণের নামে লাক্কাতুরা বাগানের শ্রমিকদের উচ্ছেদ আয়োজনের তৎপরতার প্রতিবাদে, ক্ষতিগ্রস্ত সকল শ্রমিকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও পূর্ণবাসন নিশ্চিত করার দাবিতে বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে ১৯ এপ্রিল বিকাল ৫টায় রেস্টক্যাম্প বাজারে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন চা শ্রমিক ফেডারেশন সিলেট জেলার আহবায়ক বীরেন সিং। বক্তব্য রাখেন বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি সিলেট জেলার সদস্য এড. হুমায়ূন রশীদ শোয়েব, বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির আহবায়ক হৃদেশ মুদি, লাক্কাতুরা চা বাগানের শ্রমিক লাংকাট লোহার, আমেনা বেগম, গৌরাপ্রসাদ মোহান্ত, মলিন দাস, সন্তোষ লোহার প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, *(সপ্তম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

হিমাগারের সামনে আলুচাষী সংগ্রাম পরিষদের বিক্ষোভ

রংপুর : বস্তা প্রতি কোল্ডস্টোরেজের ভাড়া ১৫০ টাকা নির্ধারণ, স্টোরেজের ৭০ ভাগ স্থান প্রকৃত চাষীদের জন্য বরাদ্দ ও সংরক্ষিত আলুর উপর সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ প্রদানের দাবিতে ২০ মার্চ সকাল ১১টায় রংপুর জেলা আলুচাষী সংগ্রাম পরিষদ রংপুর হিমাগারের সামনে বিক্ষোভ-সমাবেশ করেছে। সংগঠনের জেলা আহবায়ক আনোয়ার হোসেন বাবলুর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তৃতা করেন বাসদ নেতা পলাশ কান্তি নাগ, আহসানুল আরেফীন তিতু, আলুচাষী আইয়ুব আলী বাদশা, আনোয়ারুল ইসলাম প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ ক্ষতিগ্রস্ত আলুচাষীদের স্বার্থ রক্ষায় আলুচাষী সংগ্রাম পরিষদ উত্থাপিত দাবিসমূহ অবিলম্বে বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান।

বগুড়া : আলুচাষী সংগ্রাম পরিষদ এবং ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের উদ্যোগে ১৩ মার্চ বেলা ১১টায় বগুড়া রেলস্টেশনের চৌধুরী কোল্ডস্টোরেজের সামনে মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ বগুড়া জেলা শাখার সমন্বয়ক প্রভাষক কৃষ্ণ কমল, কৃষকনেতা শামছুল আলম দুলু, আব্দুল জলিল, বাসদ নেতা আব্দুল হাই, আলুচাষী সংগ্রাম পরিষদের নেতা আব্দুর রশিদ প্রমুখ।

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির পরিকল্পনা জনগণকে আতঙ্কিত করে তুলেছে

রাস্তা ও সেতুর উপর নতুন আরোপিত টোল সেবার পরিবর্তে জনগণের উপর চাবুক

বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি

বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী ২০ এপ্রিল সংবাদমাধ্যমে দেয়া এক বিবৃতিতে আবাসিক গ্রাহকসহ সর্বক্ষেত্রে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির সরকারি পরিকল্পনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং জনস্বার্থবিরোধী এই পদক্ষেপ থেকে সরে আসার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, পাইপলাইনে সরবরাহকৃত গ্যাস ও এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের মূল্য বৃদ্ধির সরকারি পরিকল্পনার সংবাদ জনসাধারণকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। মাত্র কিছুদিন আগেই জনমত উপেক্ষা করে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির পর এবার গ্যাসের দাম বাড়ানোর পরিকল্পনা জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধিতে হাঁসফাঁস করতে থাকা সাধারণ মানুষের উপর নতুন আঘাত। একই সাথে শিল্প, বিদ্যুৎকেন্দ্র, পরিবহনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধির পরিকল্পনা মূল্যস্ফীতি বাড়িয়ে দেবে, জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি ঘটাবে। তিনি সরকারের এই গণবিরোধী পরিকল্পনা প্রতিহত করতে জোরদার গণআন্দোলন গড়ে তুলতে জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী এক বিবৃতিতে দেশের সব জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা সড়ক-মহাসড়কে যানবাহন চলাচলের জন্য টোল আরোপের সরকারি সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং অবিলম্বে মহাজোট মন্ত্রিসভা কর্তৃক গৃহীত এই গণবিরোধী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, যানবাহনের ওপর আরোপ করা হলেও টোলের বোঝা শেষপর্যন্ত জনসাধারণের ঘাড়েই চাপবে। নতুন করে এই বাড়তি টোল ধার্য্য করার ফলে বাস ভাড়া বাড়বে, পণ্য পরিবহনের খরচ বাড়ায় দ্রব্যমূল্য আরো বাড়বে। ফলে নতুন আরোপিত টোল সেবার পরিবর্তে জনগনের উপর চাবুক হিসেবে পতিত হবে। কিছুদিন আগেই বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির পর সড়কে টোল আরোপের এই সিদ্ধান্তে মূল্যস্ফীতি ও জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধিতে জর্জরিত সাধারণ মানুষের জীবন আরো দুর্দশাগ্রস্ত হবে। অন্যদিকে জেলা-উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সড়কে টোল আদায়ের ইজারা-নিলাম-ডাক *(সপ্তম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি কর্তৃক ২২/১, তোপখানা রোড (ষষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩, ০১৭১১-৮৯৫৮৪৫, ই-মেইল : spb@sammobad.org, ওয়েবসাইট : www.sammobad.org